শেষ ঘন্টা

সৈয়দ শাহ আবদুল মুগনী

শেষ ঘণ্টা

সৈয়দ শাহ আবদুল মুগনী

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.amarboi.org

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ৩৯৪

৩য় প্রকাশ

রবিউস সানি	১৪৩৩
চৈত্র	১৪১৮
মার্চ	২০১২

বিনিময় ঃ ২৫.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

SESH GHONTA. by Sayeed Shah Abdul Mugne. Published by Adhunik Prokashani, 25, Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25, Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 25.00 Only

www.amarboi.org

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

পৃথিবীর শেষ দিন বা কিয়ামতে বিশ্বাস আমাদের ঈমানের এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। আজ থেকে ১৪০০ বছর আগে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত লক্ষণগুলোর অধিকাংশই আজ পরিলক্ষিত হচ্ছে। আমাদের এ সীমিত জীবনকালের তুলনায় ১৪০০ বছর অনেক দীর্ঘ। কিন্তু আল্লাহর হিসেবে এ সময় অতি তুচ্ছ। আজ শেষ সময়ের অনেক লক্ষণ পরিলক্ষিত হলেও শেষ সময় ততক্ষণ আসবে না, যতক্ষণ না কিয়ামতের সমস্ত লক্ষণগুলো বাস্তবায়িত হয়। পবিত্র হাদীসে উল্লেখ আছে, "কিয়ামতের লক্ষণগুলো একটার পর একটা সেভাবে দেখা যাবে ঠিক যেভাবে মালা ছিঁড়ে গেলে মালার দানাগুলো একটার পর একটা পড়তে থাকে"–(তিরমিযী)। আজ থেকে ১৪০০ বছর আগের বর্ণিত লক্ষণগুলোর অনেকগুলো অতীতে ঘটে গেছে, বর্তমানে অনেক -গুলো ঘটছে এবং বাকীগুলো অদূর ভবিষ্যতে ঘটবে। কিন্তু পার্থিব জীবনের লাভ-ক্ষতির হিসেব করতে গিয়ে আমরা এত ব্যস্ত যে, আমরা কখনো চিন্তা করি না এ লক্ষণগুলো নিয়ে। এমনকি আমাদের ভিতরে অনেকে কিয়ামতের কথা বিশ্বাস পর্যন্ত করে না। আল্লাহ বলেছেন—

بَلْ كَذَّبُوْا بِالسَّاعَةِ وَاَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا ○

"তারা শেষ সময়কে অস্বীকার করে এবং যারা এ দিনকে অস্বীকার করে আমি তাদের জন্য জ্বলন্ত অগ্নিশিখা তৈরি করে রেখেছি।"–সূরা আল ফুরকান ঃ ১১

এ বই লেখার প্রধান উদ্দেশ্য হলো পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত কিয়ামতের লক্ষণগুলোর সাথে অতীত ও বর্তমানের ঘটনাবলীকে তুলনা করা এবং নিজেদের বিশ্বাসকে দৃঢ় করা ও মৃত্যুর জন্য নিজেদের প্রস্তুত করা। বইটি লিখতে আমি ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন তথ্যের ও আলোকচিত্রের সাহায্য নিয়েছি। আমি শ্রদ্ধার সাথে তাঁদের এ সাহায্যের কথা স্মরণ করছি। তুরস্কের ইসলামিক লেখক হারুন ইয়াহিয়ার শেষ সময় ও ইমাম মেহেদি আ. বইটি থেকে আমি অনেক কিছু জ্ঞান লাভ করেছি। তাছাড়া "বেহেশতী জেওর" বইটি থেকেও আমি অনেক সহায়তা পেয়েছি। কিয়ামতের লক্ষণগুলো যে আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে সত্যে প্রমাণিত হচ্ছে তা মাতৃভাষা বাংলায় লিখে সবাইকে জানানোই এ বই লেখার উদ্দেশ্য। আল্লাহ আমাদের বিশ্বাস দৃঢ় করেন এবং মৃত্যুর জন্য নিজেদের প্রস্তুত করার শক্তি দেন এ কামনা করি।

বিনীত

লেখক

জুলাই ১, ২০০৪

ভ্যানকুভার, কানাডা

www.amarboi.org

সূচীপত্র

পৃথিবী কি চিরস্থায়ী ? ---------- ৫
কিয়ামতের লক্ষণ ---------- ৬
ইমাম মেহেদি আ. ---------- ৮
ভণ্ড মেসিয়া দাজ্জাল ---------- ৯
ঈসা আ.-এর অবতরণ ---------- ১০
ইয়াজুজ-মাজুজ ---------- ১০
এক নজরে কিয়ামতের লক্ষণসমূহ ---------- ১১
কম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণসমূহ ---------- ১১
অধিক গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণসমূহ ---------- ১২
কিয়ামতের ধারাবাহিক বিবরণ ---------- ১৩
পুনরুত্থান দিবস ---------- ১৯
শেষ সময় কি ঘনিয়ে আসছে ? ---------- ২০
গণহত্যা ও অরাজকতা ---------- ২১
বিখ্যাত শহরগুলো ধ্বংস হবে ---------- ২৩
চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হবে ---------- ২৪
ঘন ঘন ভূমিকম্প হবে ---------- ২৬
দারিদ্রতা বৃদ্ধি পাবে ---------- ৩০
আকাশছোঁয়া ইমারত নির্মাণের প্রতিযোগিতা চলবে ---------- ৩২
সময় সংক্ষিপ্ত হয়ে আসবে ---------- ৩৪
উন্নত যানবাহন ---------- ৩৪
উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ---------- ৩৫
রেকর্ডিং শিল্পের আবির্ভাব ---------- ৩৬
নৈতিক চরিত্রের অবক্ষয় ---------- ৩৭
বিভিন্ন জাতি একত্রিত হয়ে মুসলিমদের আক্রমণ করবে ---------- ৩৮
ইমাম মেহেদি আ. -এর আগমনের কিছু লক্ষণ ---------- ৩৯
ইরান ইরাক যুদ্ধ ---------- ৪০
আফগানিস্তান দখল ---------- ৪১
ইউফ্রেটিস নদীর উপত্যকায় সোনার পাহাড় দেখা দিবে ---------- ৪১
রমযান মাসে সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ ---------- ৪২
উজ্জ্বল তারার উদয় হবে ---------- ৪৩
কা'বা শরীফে রক্তপাত হবে ---------- ৪৪
ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থানগুলো পুণনির্মিত হবে ---------- ৪৪
সূর্যের মাঝে বিশেষ লক্ষণ দেখা যাবে ---------- ৪৫
শেষ কথা ---------- ৪৫

www.amarboi.org

পৃথিবী কি চিরস্থায়ী ?

মহান আল্লাহর সৃষ্ট অসংখ্য গ্রহ, উপগ্রহ এবং নক্ষত্রের মধ্যে পৃথিবী একটা গ্রহ। এ পৃথিবীকে আল্লাহ তৈরি করেছেন মানুষের বসবাসের উপযোগী করে—তৈরি করেছেন, গাছ-পালা, পাহাড়, পর্বত, নদ-নদী, জীব-জন্তু এবং আলো-বাতাস। এক সময় এ পৃথিবী জান্নাতের সাথে সংযুক্ত ছিল। আল্লাহর আদেশে তা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় জান্নাতে থেকে। শয়তানের প্ররোচনায় হযরত আদম আ. জান্নাত থেকে বিতাড়িত হন এবং এ পৃথিবীতে তাঁকে নেমে আসতে হয় আল্লাহর আদেশে। সেই থেকে আল্লাহর পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্য মানুষের আগমন এই পৃথিবীতে। এ পৃথিবীকে আমরা খুব ভালোবাসি। এখানে নির্মাণ করি ঘরবাড়ী, ক্রয় করি জমি-জায়গা—যেন আমরা এ পৃথিবীতে বাস করব অনন্তকাল। তাই মৃত্যুর সময় এ মায়ার পৃথিবী ছেড়ে যেতে আমাদের খুব কষ্ট হয়।

বিজ্ঞানীদের হিসেবে পৃথিবীর আয়ু বিলিয়ন বিলিয়ন বছরের। কিন্তু কতদিন এ পৃথিবী স্থায়ী হবে ? এর কি বিনাশ নেই ? মানুষের কি জন্ম মৃত্যুর শেষ হবে না ? অনন্তকাল ধরে কি চলতে থাকবে এ জন্ম মৃত্যুর প্রক্রিয়া ? না, অবশ্যই এ পৃথিবী চিরস্থায়ী নয়। মহান আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন এ পৃথিবী এবং নিজেই তিনি তা ধ্বংস করে দিবেন। আল্লাহর আদেশে একদিন ফেরেশতা ইসরাফিল আ.-এর সিঙ্গাধ্বনীতে ভয়াবহ প্রলয়ের সৃষ্টি হবে এবং বিলুপ্ত হবে এ পৃথিবী। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন—"সেদিন আকাশকে গুটিয়ে নেয়া হবে, পর্বতসমূহ তুলোর মত উড়তে থাকবে।" এ ভয়ংকর দিন কিয়ামত হিসেবে পরিচিত। স্বাভাবিকভাবেই আমরা কেউ চাই না এ দিনের সম্মুখীন হতে। তাই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে কবে এ মহাপ্রলয় অনুষ্ঠিত হবে। মানুষ কি পারবে তার উন্নত প্রযুক্তি দিয়ে এ বিপর্যয় ঠেকাতে ? স্বয়ং আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন এ দিনের কথা। সুতরাং মানুষ তার ক্ষুদ্র প্রযুক্তি দিয়ে মহাবিজ্ঞানময় আল্লাহর ঘোষণা কখনই রদ করতে পারবে না। কিন্তু এ অবশ্যম্ভাবি মহাপ্রলয় কবে অনুষ্ঠিত হবে ? আবহাওয়াবিদ যেমন ঝড়বৃষ্টির পূর্বে আগাম জানিয়ে দেন আবহাওয়ার কথা, তেমনি কি বিজ্ঞানীরা জানাতে পারবেন কবে এ মহাপ্রলয় ঘটবে ? মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন, "হে রাসূল! যারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে, তাদের বলো—এ জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর আয়ত্তে"-(সূরা লুকমান)। সুতরাং কিয়ামতের দিন-ক্ষণ সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত নই। একমাত্র মহান আল্লাহ জানেন এ দিন-ক্ষণ সম্বন্ধে।

www.amarboi.org

চিত্র নং ১ ঃ আমাদের পৃথিবী

কিয়ামতের লক্ষণ

আল্লাহ পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে কিয়ামতের পূর্ব লক্ষণের কথা ঘোষণা করেছেন। যুগে যুগে আল্লাহ ১,৮৬,০০০ নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন মানুষকে সঠিক পথে পরিচালনা করার জন্য। এ সমস্ত নবী-রাসূল তাঁদের অনুসারীদের সতর্ক করে দিয়েছেন এ কিয়ামত দিনের। ১৪০০ বছর আগে

www.amarboi.org

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ স. কিয়ামতের পূর্ব লক্ষণের বিষয়ে যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন তা আজ অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে প্রমাণিত হচ্ছে। আমাদের প্রিয় নবী কিয়ামতের পূর্ব লক্ষণ সম্বন্ধে যত ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন আর কোনো নবী-রাসূল তত করেননি। এর কারণ, আমাদের নবী সর্বশেষ নবী এবং তাঁর উম্মত কিয়ামত দিনের সবচেয়ে কাছাকাছি সময়ে অবস্থান করছে। এ জন্য আমাদের প্রিয় নবী বার বার তাঁর সাহাবীদের কিয়ামতের পূর্ব লক্ষণের ইঙ্গিত দিয়েছেন।

বিভিন্ন হাদীস শরীফে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে মহাপ্রলয় বা কিয়ামতকে দু' পর্যায়ে ভাগ করা যায়—প্রথম পর্যায়ে মানুষ ইহলৌকিক ও আধ্যাত্মিক সমস্যার সম্মুখীন হবে। এরপর আসবে স্বর্ণ যুগ। হযরত ঈসা আ.-এর আগমনের পর তাঁর শাসনামলের চল্লিশ বছর মানুষ পরম সুখে বাস করবে প্রকৃত ধর্মের অনুসারী হওয়ায়। এ স্বর্ণ যুগ শেষ হওয়ার সাথে সাথে আসবে দ্বিতীয় পর্যায়। এ সময়ে মানুষের মধ্যে প্রচণ্ড নৈতিক অধপতন ঘটবে এবং কিয়ামতের জন্য অপেক্ষা করতে থাকবে। এ দ্বিতীয় পর্যায়ে ঘটবে সেই মহাপ্রলয় যার বর্ণনা মহান আল্লাহ এবং রাসূল স. বার বার ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ বলেছেন, "সময় ঘনিয়ে আসছে এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।"–সূরা আল হাজ্জ ঃ ৭

কিয়ামতের লক্ষণসমূহকে দু' ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—কম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ এবং অধিক গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ। কম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণসমূহ দেখা যাবে মানুষের সাধারণ কর্মকাণ্ডে যা আমাদের প্রিয় নবী উল্লেখ করেছেন, যেমন—মদ্যপান, প্রকৃত জ্ঞান উঠে যাওয়া, অজ্ঞতা ছড়িয়ে পড়া এবং ব্যভিচার বেড়ে যাওয়া ইত্যাদি। অপরদিকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণসমূহের মধ্যে আছে প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে ভয়াবহ ও অলৌকিক ঘটনাসমূহ ঘটে যাওয়া যা আমাদের প্রিয় নবী ১৪০০ বছর আগে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। এগুলো হল—রমযান মাসে দু' দুবার চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ, পবিত্র মক্কা শরীফের মীনায় যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়া, ইউফ্রেটিস নদীর উপত্যকায় স্বর্ণের পাহাড়ের অভ্যুদয়, অদ্ভুত তারার উদয়, ব্যাপক ভূমিকম্প, ইমাম মেহেদী আ. এবং ঈসা আ.-এর আগমন, ঈসা আ.-এর শাসনামলে স্বর্ণ রাজ্যের সৃষ্টি, ইয়াজুজ-মাজুজ এর আগমন ইত্যাদি। হুযাইফা ইবনে উসয়াদ রা. বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না যতক্ষণ না এ দশটি লক্ষণ ঘটবে। এগুলো হল, ধূম্রকুণ্ডলী, দাজ্জাল, অদ্ভুত পশু, পশ্চিম দিকে সূর্যোদয়, মেহেদী আ.-এর আগমন. ইয়াজুজ-মাজুজ এর অভ্যুদয়. তিনটি ব্যাপক ভূমি ধ্বংস–একটি পূর্বদিকে, অন্যটি পশ্চিম দিকে এবং শেষটি

www.amarboi.org

আরব পেনেসুয়েলাতে-এরপর ইয়েমেন থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়বে এবং সে আগুন মানুষকে তাড়া করে নিয়ে গিয়ে একত্রিত করবে।–মুসলিম

মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে বলেছেন :

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ فَتَعْرِفُوْنَهَا ط وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ○ - النمل : ٩٢

"বল, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, তিনি তোমাদের লক্ষণসমূহ দেখাবেন এবং তোমরা সে লক্ষণসমূহ চিনতে পারবে। তোমরা কি করছ সে সম্বন্ধে তোমাদের রব সবই জানেন।"–সূরা আন নামল : ৯৩

কিয়ামতের লক্ষণসমূহ বুঝতে গেলে দাজ্জাল, ইয়াজুজ-মাজুজ, ইমাম মেহেদী আ., ঈসা আ.-এর অবতরণ ইত্যাদি বিষয়ে আমাদের সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

ইমাম মেহেদী আ.

কিয়ামতের কম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণসমূহ প্রকাশিত হওয়ার পর মানুষ ধীরে ধীরে এমন এক সময়ের দিকে ধাবিত হবে যখন সমগ্র মানব সভ্যতা চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। মানুষের মধ্যে কোনো নৈতিক মূল্যবোধ থাকবে না। চরম অরাজকতা ছড়িয়ে পড়বে চারিদিকে, অবাধে হত্যাকাণ্ড চলবে সর্বত্র, শক্তিশালী দুর্বলকে আক্রমণ করবে এবং তার সর্বস্ব গ্রাস করবে, এক দেশ অন্য দেশ আক্রমণ করে নিরপরাধ নারী পুরুষ নিধনে মেতে উঠবে—ঠিক তখনই ইমাম মেহেদী আ.-এর আবির্ভাব ঘটবে—সমগ্র পৃথিবীতে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা জন্য। পবিত্র হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, ইমাম মেহেদী আ. জন্ম নিবেন হযরত ফাতেমা রা.-এর বংশে। তিনি এবং হযরত মুহাম্মদ স. দু'জনের একই নাম হবে এবং তাঁদের পিতার নামও একই নামের হবে। ইমাম মেহেদী আ. সাত থেকে নয় বছর পর্যন্ত রাজত্ব করবেন এবং ভণ্ড মেসিয়া দাজ্জালের আগমন পর্যন্ত সুবিচার প্রতিষ্ঠা করবেন এ পৃথিবীতে। তাঁর শাসনামলে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হবে এবং ধন-সম্পদের পরিমাণ বেড়ে যাবে প্রচুর পরিমাণে। মানুষ অত্যন্ত সুখে বসবাস করবে। হযরত ঈসা আ. অবতরণের পর ইমাম মেহেদী-এর অনুসারী হবেন এবং তার পিছনে নামায আদায় করবেন।

www.amarboi.org

ভণ্ড মেসিয়া দাজ্জাল

দাজ্জাল ইমাম মেহেদী আ.-এর শাসনকালের শেষ সময়ে আবির্ভূত হবে। তার আবির্ভাবের পূর্বে এক নাগাড়ে তিন বছর চলবে দুর্ভিক্ষ। তার বাবা হবে লম্বা এবং ক্ষীণকায়, তার নাক হবে পাখির ঠোটের মত লম্বা। তার মাথা হবে স্থূলকায় এবং তার হাত দু'টো হবে খুব লম্বা। ত্রিশ বছর তাদের কোনো সন্তান হবে না। ত্রিশ বছর পর তাদের ঘরে দাজ্জালের জন্ম হবে। দাজ্জাল যখন নিজেকে প্রকাশ করবে তখন সে হবে স্থূলকায় যুবক, তার ছাতি হবে খুব প্রশস্ত, তার মাথা ভর্তি থাকবে কোঁকড়া চুল, তার কপাল জলজ্বল করবে, তার দু'চোখ হবে ত্রুটিপূর্ণ এবং তার দু' চোখের মাঝামাঝি আরবী অক্ষরে লেখা থাকবে কাফের। সে নিজেকে আল্লাহ্ বলে ঘোষণা দিবে। তার নির্দেশে আকাশ থেকে বৃষ্টি হবে এবং মাটি ফসল উৎপন্ন করবে তার অনুসারীদের জন্য। যারা তাকে অস্বীকার করবে তাদের ধন-সম্পত্তি ধ্বংস হবে এবং সাময়িকভাবে সম্মুখীন হবে কষ্টকর জীবনের। কিন্তু তার অনুসারীরা আনন্দময় জীবনযাপন করবে। দাজ্জাল হবে একচক্ষু বিশিষ্ট এবং সে খুব শয়তান প্রকৃতির লোক হবে। সে যখন ঘুমোবে তার চোখ বন্ধ থাকবে। কিন্তু মন থাকবে সক্রিয়। সে দেশের পর দেশ জয় করতে থাকবে। মক্কা এবং মদীনা ছাড়া পৃথিবীতে এমন কোনো জায়গা থাকবে না যা তার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। আল্লাহ তাকে অনেক অলৌকিক ক্ষমতা দিবেন মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য। সে তার এ অলৌকিক ক্ষমতা দ্বারা মানুষকে বিপথগামী করবে। কিন্তু যারা প্রকৃত বিশ্বাসী তাদের বিশ্বাস হবে আরো দৃঢ়। সে মানুষকে হত্যা করে আবার জীবিত করবে এবং নিজেকে তাদের প্রভু দাবি করবে। পবিত্র হাদীসে বর্ণিত আছে, পৃথিবীতে তার স্থায়ীত্ব হবে চল্লিশ বছর—হাদীস অনুযায়ী ১দিন ১ বছরের সমান, ১দিন ১মাসের সমান, ১ দিন ১ সপ্তাহের সামান এবং বাকি দিনগুলো সাধারণ দিনের সমান দীর্ঘ হবে—অর্থাৎ তার স্থায়িত্ব হবে প্রায় ১ বছর ২মাস এবং ১৫ দিন। এ সময় দামেস্কের পূর্ব দিকে ঈসা আ. অবতীর্ণ হবেন। বিশ্বাসীরা তাঁর সাথে একত্রিত হয়ে তাঁকে সহযোগিতা করবে। ঈসা আ. দাজ্জালের বিরুদ্ধে তাদের নেতৃত্ব দিয়ে জেরুজালেমের দিকে অগ্রসর হবেন। তিনি দাজ্জালের মুখোমুখি হবেন আকওয়াবা আফিক নামক স্থানে। দাজ্জাল তাঁকে দেখে পালাবে। কিন্তু দাজ্জাল যেই লুদের ফটকে প্রবেশ করবে ঈসা আ. তাকে বর্শা ছুঁড়ে হত্যা করবেন।

www.amarboi.org

ঈসা আ.-এর অবতরণ

আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে বলেছেন, যারা ঈসা আ.-কে হত্যা করতে চেয়েছিল তিনি তাদের একজনকে ঈসা আ.-এর রূপদান করেন। তারা সেই ব্যক্তিকে ঈসা আ. ভেবে ক্রুশবিদ্ধ করে এবং আল্লাহ্ ঈসা আ.-কে তাঁর কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন। দাজ্জালকে হত্যা করার পূর্বে ঈসা আ. আসমান থেকে অবতরণ করবেন। তাঁর অবতরণের পর প্রধান তিনটি কাজ হবে—দাজ্জালকে হত্যা করা, মুসলিমদের ইয়াযুজ-মাজুজ এর হাত থেকে রক্ষা করা এবং কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী শাসন করা। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, ঈসা আ. হবেন মধ্যম উচ্চতার, তাঁর গায়ের রং হবে লালাভ শ্বেত বর্ণের। তিনি যখন অবতীর্ণ হবেন তাঁর পরিধানে থাকবে দু'টো পোশাক, তাঁর চুল মনে হবে পানিতে ভেজা। তিনি ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন, হত্যা করবেন শুকরদের এবং মানুষদের আহ্বান করবেন ইসলামের পথে। তাঁর সময় আল্লাহ্ ইসলাম ছাড়া অন্য সব ধর্মের অবসান ঘটাবেন। তিনি দাজ্জালকে হত্যার পর প্রতিষ্ঠা করবেন স্বর্ণ রাজ্য। পৃথিবীতে বিরাজ করবে অনাবিল শান্তি। সিংহ্ ও উট, বাঘ ও গরু নেকড়ে ও ভেড়া একত্রে বসবাস করবে। শিশুরা নির্ভয়ে সাপের সাথে খেলবে। অবশেষে ঈসা আ. চল্লিশ বছর পর মৃত্যুবরণ করবেন। মুসলিমরা তাঁর জন্য প্রাণভরে দোয়া করবে।

ইয়াজুজ-মাজুজ

হযরত ইবরাহীম আ.-এর সময় একজন বাদশাহ্ ছিলেন যাঁর নাম ছিল যুলকারনাইন। হযরত ইবরাহীম আ. এবং তিনি প্রথম কা'বা শরীফ প্রদক্ষীণ করেন। তিনি ছিলেন হযরত ইবরাহীম আ.-এর একজন বিশ্বস্ত অনুসারী। যুলকারনাইন ছিলেন অত্যন্ত সৎ এবং একজন বিখ্যাত শাসক। আল্লাহর অনুগ্রহে তিনি একজন শক্তিশালী বাদশাহ্ হিসেবে পূর্ব দিক থেকে শুরু করে পশ্চিম দিক পর্যন্ত শাসন করতেন। একবার তিনি পূর্বদিকে ভ্রমণ করেছিলেন। ভ্রমণ করতে করতে তিনি এমন এক জায়গায় থামলেন যেখানে দু'টো বড় বড় পাহাড় আছে। দু' পাহাড়ের মধ্যবর্তী এক জায়গা থেকে তিনি এক ধরনের মানুষ বেরিয়ে আসতে দেখলেন যারা অন্যদের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। এরাই ইয়াজুজ-মাজুজ। এরা তুর্কি জাতীয় দু'টো দল যাদের পূর্বপুরুষ ছিলেন তার্কদের জনক ইয়াফিত। এরা ওই এলাকায়

www.amarboi.org

প্রচণ্ড সন্ত্রাস এবং অরাজকতার সৃষ্টি করে। ওই এলাকার লোকেরা যুল কারনাইনকে তাদের এবং ইয়াজুজ মাজুজের মধ্যে এক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে অনুরোধ করল যাতে তারা সে প্রতিবন্ধকতা ভেদ করে তাদের লোকালয়ে আর না আসতে পারে। যুলকারনাইন একজন খুব বুদ্ধিমান এবং শক্তিশালী বাদশাহ ছিলেন। তিঁনি স্থানীয় লোকদের সহযোগিতায় লোহা, তামা এবং সীসা দিয়ে তৈরি করলেন একটা শক্ত দেয়াল। ইয়াজুজ মাজুজ দেয়াল ভেদ করার অনেক চেষ্টা করল, কিন্তু ব্যর্থ হল তাদের আপ্রাণ চেষ্টা। সেই থেকে তারা শতাব্দির পর শতাব্দি দেয়াল খুঁড়ে পথ বের করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। হাদীসে বর্ণিত আছে, আবু হুরাইয়রা রা. বর্ণনা করেছেন, রাসূল স. বলেছেন, প্রতিদিন ইয়াজুজ-মাজুজের দল ভেঙ্গে ফেলার জন্য দেয়াল খুঁড়তে থাকে। খুঁড়তে খুঁড়তে যেই তারা খননকৃত দেয়ালের ভিতর দিয়ে সূর্যের আলো দেখতে পাবে, তারা খনন কাজ বন্ধ করে বিশ্রাম নিতে যাবে এবং বলবে, আগামী কাল বাকিটুকু খনন করে আমরা বের হব। কিন্তু বিশ্রাম নিয়ে পরের দিন যখন তারা বাকি অংশটুকু খুঁড়তে যাবে তারা দেখবে সেখানে খননের চিহ্ন নেই। দেয়াল আবার আগের মত শক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু একদিন যখন তারা সূর্যের আলো দেখতে পাবে, তারা বিশ্রাম নিতে যাবে এবং বলবে আল্লাহর ইচ্ছা হলে আমরা আগামী কাল বাকি অংশটুকু খুঁড়ে বের হব। আল্লাহর নাম নেয়ার ফলে পরের দিন তারা সফলকাম হবে। তারা দলে দলে বের হয়ে আসবে দেয়াল ভেঙ্গে ফেলে। তারা সমস্ত পানি খেয়ে নিঃশেষ করে ফেলবে। তারা দুর্নীতি ছড়িয়ে দিবে চারিদিকে। উপড়ে ফেলবে গাছপালা। মানুষ হত্যা করতে থাকবে নির্বিচারে। তারা এক সময়ে বলবে, আমরা পৃথিবীর বাসিন্দাদের হত্যা করেছি, এবার স্বর্গের বাসিন্দাদের হত্যা করব। তারা তীর ছুঁড়ে মারবে আকাশের দিকে। আল্লাহর নির্দেশে তীরগুলোর মাথা রক্তের মত তরল পদার্থে রঞ্জিত হয়ে মাটিতে পড়তে থাকবে। তারা ভাববে স্বর্গের বাসিন্দাদের তারা হত্যা করেছে। হযরত ঈসা আ. এবং তাঁর অনুসারীগণ আল্লাহর কাছে আকুল প্রার্থনা করতে থাকবেন ইয়াজুজ-মাজুজের ধ্বংসের জন্য। আল্লাহ তাঁদের প্রার্থনায় সাড়া দিবেন এবং ঘুমন্ত ইয়াজুজ-মাজুজের ঘাড়ে এক ধরনের পোকা পাঠাবেন যে পোকার কামড়ে তারা মারা যাবে।

এক নজরে কিয়ামতের লক্ষণসমূহ

কম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণসমূহ

- ❑ শেষ নবীর (মুহাম্মদ) স. আগমন ঘটবে।
- ❑ এককালে যারা ক্রীতদাস ছিল তারা প্রভু হবে।

www.amarboi.org

- উচ্চ অট্টালিকা নির্মাণের প্রতিযোগিতা শুরু হবে।
- স্বামীরা স্ত্রীদের মেনে চলবে, মাকে অমান্য করবে, বাবাকে মনে করবে বাইরের মানুষ, বাইরের মানুষকে ভাববে আপন মানুষ।
- ইসলামের জ্ঞানের অভাব দেখা দিবে, অজ্ঞতা ছড়িয়ে পড়বে।
- ধর্ম অর্থ উপার্জনের উৎস হবে।
- মানুষ আগ্রাসীদের ভয় পেয়ে শ্রদ্ধা করবে।
- মদ পান ও অবৈধ যৌনকর্ম ছড়িয়ে পড়বে চরমভাবে।
- মেয়েরা গান ও নৃত্য পরিবেশন করবে, সৃষ্টি হবে বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র।
- পরবর্তী যুগের মানুষ পূর্ববর্তী যুগের মানুষদের (সাহাবাদের) গালাগালি করবে।
- মিথ্যা কথা বলা বিশেষ যোগ্যতা বলে বিবেচিত হবে।
- লজ্জা উঠে যাবে।
- কাফেরদের শক্তি বৃদ্ধি পাবে।
- পুরুষের সংখ্যা কমতে থাকবে এবং মহিলাদের সংখ্যা বাড়তে থাকবে যতক্ষণ না পুরুষ ও মহিলাদের অনুপাত হবে ১ ঃ ৫০।
- দাজ্জাল সহ ত্রিশজন ভণ্ড নিজেদের নবী বলে দাবি করবে।
- পৃথিবীতে ধন-সম্পদ এত বেড়ে যাবে যে মানুষ যাকাত দেয়ার লোক পাবে না।
- অবলীলায় খুনখারাবি চলতে থাকবে।
- সময় এত সংক্ষিপ্ত হয়ে যাবে যে মনে হবে বছর মাসের মত, মাস দিনের মত এবং দিন ঘন্টার মত।
- দু'টো বিখ্যাত দেশ যুদ্ধে লিপ্ত হবে এবং পরস্পর পরস্পরকে হত্যায় মেতে উঠবে।
- পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ঘন ঘন ভূমিকম্প দেখা দিবে।

অধিক গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণসমূহ

- দাজ্জালের আবির্ভাব হবে।
- ইমাম মেহেদি আ.-এর আবির্ভাব হবে।
- ঈসা আ. জান্নাত থেকে অবতরণ করবেন এবং দাজ্জালকে হত্যা করবেন।

www.amarboi.org

- এক ধরনের পশুর আবির্ভাব হবে এবং মানুষের সাথে কথা বলবে তাদেরকে ইসলামের পথে ফিরে আসার জন্য।
- ইয়াজুজ-মাজুজের দল দেয়াল ভেঙ্গে বের হয়ে আসবে।
- পৃথিবীর তিনটি স্থান মাটির নীচে চলে যাবে—একটি পূর্বদিকে, অন্যটি পশ্চিম দিকে এবং শেষটি সৌদি আরব পেনিসুয়েলাতে।
- ইয়েমেন থেকে আগুন উত্তর দিকে ছড়িয়ে পড়বে
- আবু সুফিয়ানের একজন বংশধর পবিত্র কা'বা শরীফ ধ্বংস করবে।
- পৃথিবী ব্যাপি কুয়াশা বা ধূঁয়া ছড়িয়ে পড়বে।
- পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় হবে।
- এক ধরনের স্নিগ্ধ বায়ু বিশ্বাসীদের প্রাণ হরণ করবে।
- পৃথিবীতে আল্লাহর নাম নেয়ার মত কেউ থাকবে না
- ইসরাফিল আ. সিঙ্গাতে ফুঁ দিবেন এবং পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে।
- ইসরাফিল আ. দ্বিতীয়বার সিঙ্গাতে ফুঁ দিবেন এবং মানুষ কবর থেকে উঠে বিচারের জন্য কিয়ামতের প্রাঙ্গণে সমবেত হবে।

কিয়ামতের ধারাবাহিক বিবরণ

কমগুরুত্বপূর্ণ লক্ষণসমূহ পরিলক্ষিত হওয়ার পর খৃস্টানরা বিভিন্ন দেশ দখল করা শুরু করবে। এ সময় এক ব্যক্তি জন্ম নিবে আবু সুফিয়ানের বংশে। সে অনেক সৈয়দকে হত্যা করবে এবং তার শাসন চালাবে মিশর ও সিরিয়া বরাবর। ইতিমধ্যে বাইজানটাইনের একজন মুসলিম শাসক একদল খৃস্টানের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবেন এবং তিনি শান্তির সন্ধি স্থাপন করবেন অন্য একদল খৃস্টানের সাথে। খৃস্টানদের যে দলটি মুসলিম শাসকের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে তারা ইস্তাম্বুল দখল করে নিবে একসময়। ইস্তাম্বুলের শাসক সিরিয়া পালিয়ে গিয়ে সেই খৃস্টান দলটির সাথে যোগ দিবেন যারা তাঁর সাথে শান্তি স্থাপন করেছিল। সম্মিলিত দলটি প্রচণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হবে যুদ্ধবাজ খৃস্টান দলের সাথে। মুসলিমরা বিজয় অর্জন করবে। এর কিছুদিন পর সহায়তাকারী খৃস্টান দলের একজন সদস্য এসে দাবী করবে যে তাদের ক্রুশের অনুগ্রহে এ বিজয় সাধিত হয়েছে। মুসলিমরা জবাবে বলবে এ বিজয় হয়েছে ইসলামের কারণে। এ বাদানুবাদ একসময় খৃস্টান ও মুসলিমদের মধ্যে যুদ্ধের আকারে ছড়িয়ে পড়বে। মুসলিম শাসক নিহত হবেন এ যুদ্ধে এবং সিরিয়া চলে যাবে এ খৃস্টানদের অধীনে। এ খৃস্টানদলটি শান্তি স্থাপন করবে অন্য খৃস্টান দলটির

www.amarboi.org

সাথে যারা মুসলমানদের সাথে প্রথম যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলো। যে অল্প সংখ্যক মুসলিম অবশিষ্ট থাকবেন তাঁরা চলে যাবেন মদীনায়। খৃস্টানরা মদীনা শরীফ থেকে অদূরে খাইবার নামক স্থান পর্যন্ত তাদের শাসন বিস্তার করবে।

এ সমস্ত বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার আশায় মুসলিমরা ইমাম মেহেদি আ.-কে খুঁজে বের করার জন্য সচেষ্ট হবে। সে সময় ইমাম মেহেদি আ. অবস্থান করবেন মদীনা শরীফে। কিন্তু পরবর্তীতে মক্কায় চলে যাবেন। সিরিয়া, ইরাক এবং ইয়েমেনের সমস্ত ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা যোগ দিবেন তাঁর সাথে। অন্যান্য অনেক আরব দেশের সৈন্য বাহিনী যোগ দিবে তাঁর দলে। যখন ইমাম মেহেদি আ.-এর আবির্ভাবের খবর সবাই জেনে যাবে, 'খুরাসান' নামক স্থান থেকে একজন বিশাল সৈন্য বাহিনী নিয়ে তাঁকে সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসবেন। ইমাম মেহেদি আ. একজন সৈয়দ হওয়ায় আবু সুফিয়ানের সেই বংশধর যে ইতিমধ্যে অনেক সৈয়দ হত্যা করেছে, বিশাল এক সৈন্য বাহিনী পাঠাবে ইমাম মেহেদি আ.-কে হত্যার উদ্দেশ্যে। যখন এ বাহিনী মদীনা থেকে অদূরে এক মরুভূমিতে পৌছবে তারা এক পাহাড় দেখতে পাবে।

এ বিশাল সৈন্য বাহিনী যেই এ পাহাড়ে পৌছবে দু'জন ছাড়া বাকিরা সবাই তলিয়ে যাবে মাটির তলায়। বেঁচে যাওয়া দু'জনের একজন ছুটে যাবে ইমাম মেহেদি আ.-এর কাছে এ ঘটনার বিবরণ জানাতে। অন্য জন ছুটে যাবে আবু সুফিয়ানের বংশধরের কাছে। এরপর সমস্ত দিক থেকে খৃস্টান সৈন্যরা একত্রিত হবে এবং প্রস্তুতি নিবে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য। এ বাহিনীতে থাকবে ৮০টি পতাকা, প্রতিটি পতাকার অধীনে থাকবে ১২০০০ সৈন্য, সর্বমোট ৯,৬০,০০০ সৈন্য। ইমাম মেহেদি আ. মক্কা ছেড়ে মদীনায় যাবে এবং রাসূল স.-এর রওজা শরীফ যিয়ারত করবেন। তারপর তিনি ধাবিত হবেন সিরিয়ার দিকে। তিনি দামেস্কে পৌঁছার পূর্বেই খৃস্টান বাহিনীর সাথে তাঁর বাহিনীর যুদ্ধ বাধবে।

ইমাম মেহেদি আ.-এর বাহিনী বিভক্ত হয়ে যাবে তিন ভাগে। একদল পালিয়ে যাবে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে, অন্যদল লাভ করবে শহীদের মর্যাদা এবং শেষ দল বিজিত হবে। এ বিজয়ের পর ইমাম মেহেদি আ. দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করবেন এবং তাঁর সৈন্য বাহিনী পাঠিয়ে দিবেন চারদিকে।

এরপর তিনি ইস্তাম্বুল আক্রমণ করতে অগ্রসর হবেন। শহরে পৌছার সাথে সাথে তাঁর বাহিনী উচ্চস্বরে 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি দিবে। তকবিরের বরকতে ধ্বংস হয়ে যাবে শহরের দেয়াল। মুসলিমরা শহরে প্রবেশ করবে দলে দলে এবং হত্যা করবে কাফেরদের। তারপর ইমাম মেহেদি আ. সুশাসন প্রতিষ্ঠা করবেন সে দেশে।

www.amarboi.org

ইমাম মেহেদি আ. যখন শাসন কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন সে সময়ে একদিন গুজব ছড়িয়ে পড়বে যে সিরিয়াতে দাজ্জালকে দেখা গেছে। ইমাম মেহেদি আ.-এ খবর শুনে সিরিয়ার দিকে ধাবিত হবেন। আগেই তিনি তাঁর লোকদের পাঠিয়ে দিবেন দাজ্জালের খবর নিয়ে আসার জন্য। তারা এসে তাঁকে জানাবে যে এটা গুজব। ইমাম মেহেদি আ. সিরিয়া পৌঁছবেন। এর অল্প সময়ের মধ্যে দাজ্জাল নিজেকে প্রকাশ করবে। তার জন্ম হবে ইহুদী পরিবারে। তাকে সর্বপ্রথম দেখা যাবে সিরিয়া এবং ইরাকে। তার সাথে যোগ

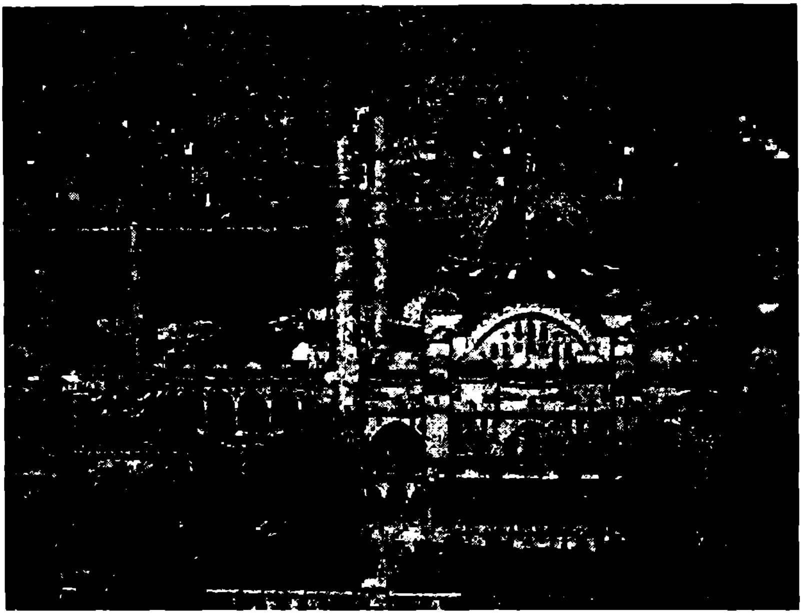

চিত্র নং ২ ঃ ইস্তাম্বুল

দিবে সত্তর হাজার ইহুদী সে নিজেকে জান্নাত এবং জাহান্নামের প্রভু বলে দাবি করবে। অনেক দেশে ভ্রমণ করার পর সে পৌঁছবে ইয়েমেনে। তার এই ভ্রমণকালে অনেক কাফের যোগ দিবে তার সাথে। শেষ পর্যন্ত সে মক্কা শরীফের অদূরে এক স্থানে গিয়ে থামবে। মক্কা শরীফের পাহারায় ফেরেশতারা নিয়োজিত থাকায় দাজ্জাল মক্কা শরীফে প্রবেশ করতে পারবে না। এরপর সে চেষ্টা করবে মদীনা শরীফে প্রবেশ করতে। কিন্তু সেখানেও সে বাধাপ্রাপ্ত হবে ফেরেশতাদের দ্বারা। মদীনায় তিনবার ভূমিকম্প হবে। যাদের মধ্যে ঈমান ও ইসলাম দুর্বল তারা ভূমিকম্পের ভয়ে পালিয়ে যাবে মদীনা ছেড়ে। কিন্তু মদীনা থেকে বের হলেই তারা ধৃত হবে দাজ্জাল বাহিনীর দ্বারা। মদীনার

www.amarboi.org

একজন ধার্মিক লোক দাজ্জালের সাথে তর্কে লিপ্ত হবেন এবং সকলকে, বলবেন এ আমাদের প্রভু নয়, এ হল ভণ্ড দাজ্জাল। দাজ্জাল রাগান্বিত হয়ে তাকে হত্যা করবে। মৃত অবস্থা থেকে দাজ্জাল আবার তাকে জীবিত করবে এবং জিজ্ঞেস করবে, এখন তুমি বিশ্বাস কর যে আমি আল্লাহ্ ? ধার্মিক লোকটি উত্তর দিবেন, এখন আমি সত্যি সত্যিই নিশ্চিত যে তুমি দাজ্জাল। দাজ্জাল রাগান্বিত হয়ে তাঁকে আবার হত্যা করতে চেষ্টা করবে। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় সে তাঁর আর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

এরপর দাজ্জাল সিরিয়ার উদ্দেশ্যে ধাবিত হবে। ইমাম মেহেদি আ. সে সময়ে দামেস্কে দাজ্জালের সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকবেন। এক সময় দামেস্কে আসরের নামাযের সময় ঘনিয়ে আসবে, মুয়াজ্জিন আযান দিবেন নামাযের জন্য। মুসল্লিরা নামাযের প্রস্তুতি নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। হঠাৎ ঈসা আ. অবতরণ করবেন জান্নাত থেকে। তাঁর দু' হাত থাকবে দু' ফেরেশতার কাঁধে। তিনি অবতরণ করবেন জামে মসজিদের পূর্ব মিনারে। একটা মই স্থাপন করা হবে মিনারে এবং তিনি নিচে নেমে আসবেন মই বেয়ে। ইমাম মেহেদি আ. যুদ্ধের সমস্ত আয়োজনের কথা ঈসা আ.-কে অবগত করে তাঁকে এর নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য অনুরোধ করবেন। ঈসা আ. সব দায়িত্ব ইমাম মেহেদি আ.-এর কাছে রাখতে বলবেন এবং জানাবেন যে তিনি এসেছেন দাজ্জালকে হত্যা করতে। পরের দিন সকালে ইমাম মেহেদি আ. তাঁর সৈন্যদের প্রস্তুত করবেন যুদ্ধের জন্য।

ঈসা আ. একটা ঘোড়া ও বর্শা নিয়ে অগ্রসর হবেন দাজ্জালের খোঁজে। মুসলিমরা আক্রমণ করবে দাজ্জালের দলকে, ছড়িয়ে পড়বে ভয়ংকর যুদ্ধ। যতদূর ঈসা আ.-এর দৃষ্টির আওতায় আসবে তাঁর নিশ্বাস ছড়িয়ে পড়বে ততদূর পর্যন্ত। কাফেররা যেই তাঁর নিশ্বাসের আওতায় পড়বে ধ্বংস হয়ে যাবে সাথে সাথে। ঈসা আ.-কে দেখে দাজ্জাল পালাবে। ঈসা আ. তাকে অনুসরণ করে তাড়া করবেন এবং লুদ নামক স্থানে তাকে হত্যা করবেন বর্শার আঘাতে। মুসলিমরা দাজ্জালের সৈন্যদের হত্যা করতে থাকবে চারদিক থেকে। ঈসা আ. শহর থেকে শহরে যাবেন এবং তাদের সান্ত্বনা দিতে থাকবেন যারা দাজ্জালের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ইমাম মেহেদি আ. একদিন মৃত্যু বরণ করবেন এবং সমস্ত শাসন কাজ ও অন্যান্য দায় দায়িত্ব ঈসা আ.-এর উপর ন্যস্ত হবে। তাঁর শাসনকালে চরম সুখ ও শান্তি ছড়িয়ে পড়বে চারদিকে। ইসলাম ছাড়া আর কোনো ধর্ম থাকবে না। তাঁর শাসনকালে একসময় ইয়াজুজ-মাজুজের দল দেয়াল ভেঙ্গে বের হয়ে আসবে। ইয়াজুজ-মাজুজদের হাত থেকে রক্ষার জন্য মানুষজন নিয়ে ঈসা আ. তূর পর্বতে

www.amarboi.org

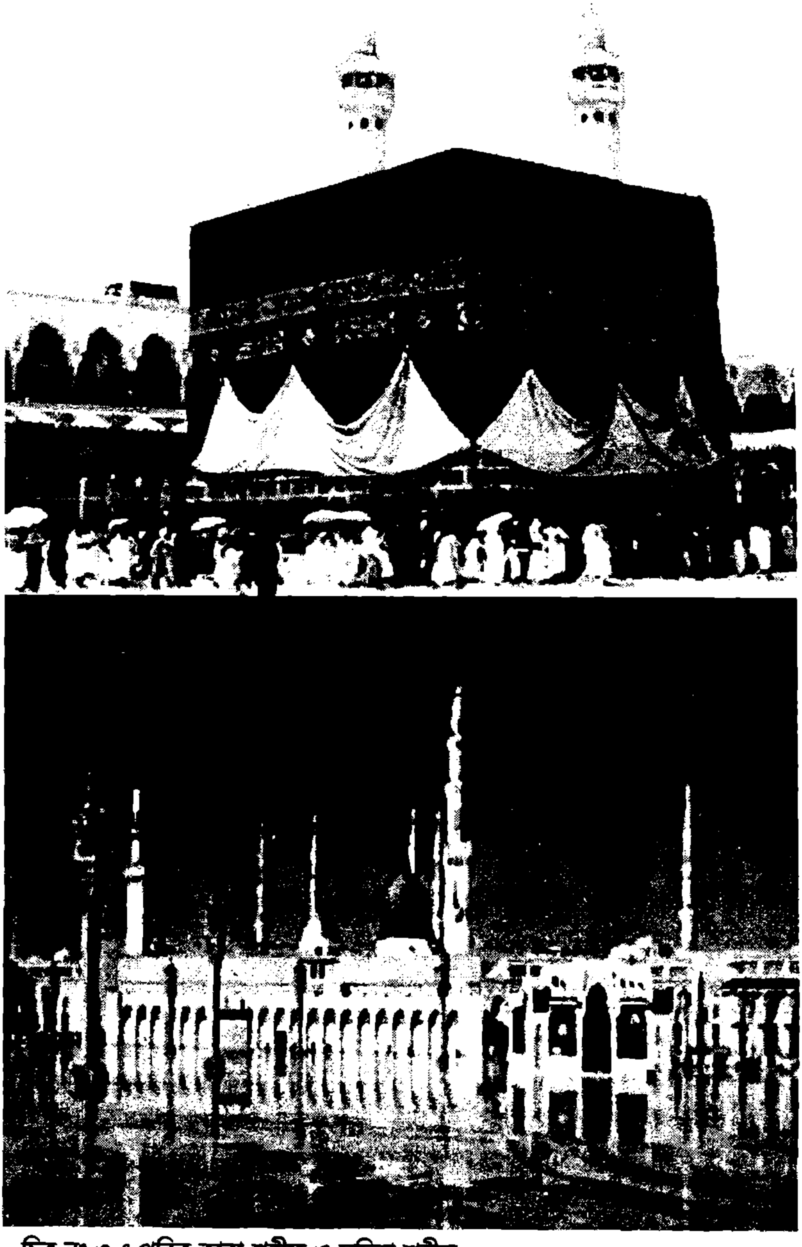

চিত্র নং ৩ ঃ পবিত্র কাবা শরীফ ও মদিনা শরীফ

www.amarboi.org

আশ্রয় নিবেন। আল্লাহর আদেশে একসময় ইয়াজুজ মাজুজের দল মারা যাবে এক ধরনের পোকার কামড়ে। ঈসা আ. তূর পর্বত থেকে নিচে নেমে আসবেন ইয়াজুজ-মাজুজদের মৃত্যুর পর। ঈসা আ. চল্লিশ বছর পর মৃত্যু বরণ করবেন এবং রাসূল স.-এর রওজার পাশে তাঁকে দাফন করা হবে।

ঈসা আ.-এর মৃত্যুর পর ইয়েমেনের একজন উপজাতীয় নেতা নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন। তিনি দেশ শাসন করবেন ধর্ম ও সুশাসনের ভিত্তিতে। বহু শাসক তাঁর অনুসারী হবেন। কিন্তু ধীরে ধীরে আবার পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি হতে থাকবে। সমস্ত ভাল কাজ উঠে যাবে এবং খারাপ কাজে ভরে যেতে থাকবে এ পৃথিবী। এ সময়ে এক ধরনের কুয়াশা বা ধূঁয়া ছড়িয়ে পড়বে আকাশ ও মাটিতে। মুসলিমরা এক ধরনের শীত অনুভব করবে কিন্তু কাফেররা অসচেতন হয়ে পড়বে এ কুয়াশায়। দীর্ঘ চল্লিশ দিন পর আকাশ আবার পরিষ্কার হবে। এরপর জিলহজ্ব মাসের দশ দিন পর শুরু হবে এক দীর্ঘ রাতের। এ রাত এত দীর্ঘ হবে যে পথচারীরা অস্থির হয়ে যাবে, শিশুরা ক্লান্ত হয়ে পড়বে অধিক ঘুমের কারণে, পশুরা মাঠে গিয়ে ঘাস খাওয়ার জন্য চিৎকার শুরু করবে। কিন্তু সকাল হবে না এ রাত হবে তিন রাতের সমান দীর্ঘ। অবশেষে পশ্চিম দিগন্ত থেকে ক্ষীণ সূর্যের উদয় হবে। এরপর থেকে আর মানুষের ক্ষমা প্রার্থনা বা ইসলাম গ্রহণ কোনোটাই আল্লাহর দরবারে গৃহিত হবে না। মধ্য আকাশে সূর্য উঠার পর আর পূর্বদিকে অগ্রসর না হয়ে পশ্চিম দিকে ফিরে আসবে এবং সূর্যাস্ত হবে। এরপর থেকে সূর্য আবার স্বাভাবিক নিয়মে এবং স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা সহ উঠতে থাকবে প্রতিদিন।

এর কিছুদিন পর ভূমিকম্পে ধ্বংস হবে মক্কার সাফা পর্বত। এরপর সেখান থেকে এক অদ্ভুত বিশাল আকৃতির জন্তুর আবির্ভাব হবে, যে কথা বলতে থাকবে মানুষের সাথে। জন্তুটি সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করবে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে। জন্তুটির সাথে থাকবে মূসা আ.-এর ছড়ি যা দিয়ে সে বিশ্বাসীদের কপালে এঁকে দিবে উজ্জ্বল লাইন। ফলে বিশ্বাসীদের মুখ হয়ে উঠবে উজ্জ্বল। জন্তুটি কাফেরদের নাক অথবা ঘাড়ে সুলাইমান আ.-এর অঙ্গুলীর ছাপ মারতে থাকবে। ফলে অবিশ্বাসীদের মুখ হয়ে যাবে কৃষ্ণবর্ণের। পৃথিবীব্যাপী এ কাজ সম্পন্ন করার পর জন্তুটি অদৃশ্য হয়ে যাবে পৃথিবী থেকে।

এরপর এক ধরনের স্নিগ্ধ বাতাস সমস্ত বিশ্বাসীদের প্রাণ হরণ করবে। যখন সমস্ত মুসলিম মৃত্যুবরণ করবেন, কাফেররা নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করবে এ পৃথিবীর। তারা ধ্বংস করবে কা'বা শরীফ, হজ্জ বন্ধ হয়ে যাবে এবং মানুষের মন ও কাগজ থেকে উঠে যাবে পবিত্র কুরআন। আল্লাহর নাম নেয়ার মত কেউ অবশিষ্ট থাকবে না এ পৃথিবীতে। সে সময় সিরিয়াতে ধন-সম্পদ বেড়ে

www.amarboi.org

যাবে প্রচুর পরিমাণে। মানুষেরা সিরিয়ার দিকে ধাবিত হবে চারদিক থেকে। যারা যাবে না তাদের এক ধরনের অগ্নিকুণ্ডলী তাড়া করে নিয়ে যাবে সিরিয়ার দিকে।

সে সময় পৃথিবী উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করবে। এভাবে অতিবাহিত হবে তিন থেকে চার বছর। ১০ই মুহাররম শুক্রবার সকালে সব মানুষ যখন কাজে ব্যস্ত থাকবে হঠাৎ করে সিঙ্গা বেজে উঠবে। প্রথম দিকে এর শব্দ খুব তীব্র হবে না। ধীরে ধীরে এর তীব্রতা বাড়তে থাকবে। যতক্ষণ না সবাই মৃত্যুবরণ করে। সমগ্র পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে এরপর। পশ্চিম দিকে সূর্যোদয় এবং এই সিঙ্গা ধ্বনির সৃষ্টির মধ্যে সময়ের ব্যবধান হবে ১২০ বছরের।

পুনরুত্থান দিবস

পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবার পর পার হয়ে যাবে চল্লিশ বছর। ইসরাফিল আ. দ্বিতীয়বার সিঙ্গায় ফুঁ দিবেন। পৃথিবী এবং আকাশ আবার ফিরে আসবে এবং মৃতরা উত্থিত হবে কবর থেকে। কিয়ামতের প্রাঙ্গণে একত্রিত করা হবে সবাইকে। সূর্য খুব কাছে নেমে আসবে, মানুষের মগজ টগবগ করে ফুটতে থাকবে যার উত্তাপে। ক্ষুধার্থ ও তৃষ্ণার্ত মানুষ প্রচণ্ড তাপে ভয়ে অস্থির হয়ে অপেক্ষা করবে। কিন্তু ধার্মিকদের জন্য মাটি মসৃণ ময়দায় পরিণত হবে যা দিয়ে তারা ক্ষুধা নিবারণ করবে তৃপ্তির সাথে। তারা পিপাসা মেটাবে হাউজে কাওসারের পানি পান করে। মানুষ যখন কিয়ামতের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে অস্থির হয়ে পড়বে, তারা আদম আ. এবং অন্যান্য নবীদেরকে অনুরোধ করবে তাদের বিচার তাড়াতাড়ি করার জন্য আল্লাহকে অনুরোধ করতে। কিন্তু সমস্ত নবী একটা না একটা অজুহাত দেখিয়ে এ অনুরোধ জানাতে অস্বীকার করবেন। শেষ পর্যন্ত মানুষ রাসূল স.-কে অনুরোধ জানাবে। আল্লাহর আদেশে তিনি এ অনুরোধ গ্রহণ করবেন। রাসূল স. মাকামে মাহমদু-এ আল্লাহ তা'আলাকে জানাবেন তাদের অনুরোধের কথা। মহান আল্লাহ বলবেন, আমি অন্যদের জন্য তোমার অনুরোধ গ্রহণ করলাম। আমি নিজে উপস্থিত হয়ে তোমাদের কার্যকলাপের গণনা শুরু করব।

ফেরেশতারা নামতে থাকবেন আকাশ থেকে এবং চতুর্দিক থেকে তাঁরা মানুষজনদের ঘিরে ফেলবেন। এরপর আল্লাহর আসন নেমে আসবে নীচে। শুরু হয়ে যাবে মানুষের কর্মফলের গণনা। প্রতিটি মানুষের হাতে তুলে দেয়া হবে তাদের নিজস্ব আমলনামা যাতে তাদের সারা জীবনের কর্মকাণ্ড লিখিত থাকবে। স্বয়ংক্রিয়ভাবে বইগুলো নেমে আসবে বিশ্বাসীদের ডান

www.amarboi.org

হাতে এবং অবিশ্বাসীদের বাম হাতে। আমাদের ভাল ও খারাপ কাজগুলো দাঁড়ি পাল্লায় ওজন করা হবে। তারপর সবাইকে বলা হবে পুলসিরাত পার হতে। যাদের ভাল কাজের পাল্লা ভারি হবে তারা প্রবেশ করবে জান্নাতে। যাদের খারাপ কাজের পাল্লা ভারি হবে এবং আল্লাহ্ যাদের ক্ষমা করবেন না তারা পড়তে থাকবে জাহান্নামের মধ্যে। যাদের ভাল ও খারাপ কাজের পাল্লা সমান হবে তারা আ'রাফ নামক স্থানে ঠাঁই পাবে, যা হবে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থান।

রাসূল স., অন্যান্য আম্বিয়া আ., ওলী, আলিম, শহীদ, হাফিজ এবং অন্যান্য ধার্মিক ব্যক্তিরা আল্লাহর কাছে পাপীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। আল্লাহ্ মঞ্জুর করবেন তাঁদের অনুরোধ। এমনকি যাদের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম ঈমান থাকবে তাদেরকেও জাহান্নাম থেকে সরিয়ে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে। জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি তাদেরকেও দেয়া হবে যারা আ'রাফে থাকবে। শুধু কাফের এবং আল্লাহর অংশীবাদীদের চিরস্থায়ী অবস্থান হবে জাহান্নাম। যখন জাহান্নাম ও জান্নাতের বাসিন্দারা নিজ জায়গায় অবস্থান নিবে, আল্লাহ মৃত্যুকে ভেড়ার রূপ দিয়ে জাহান্নাম ও জান্নাতের মাঝখানে স্থাপন করবেন যা জাহান্নাম ও জান্নাতের প্রতিটি বাসিন্দা দেখতে পাবে। আল্লাহ্ সবার উপস্থিতিতে ভেড়াটিকে জবেহ্ করে ঘোষণা দিবেন যে, এরপর থেকে মৃত্যু কখনো জান্নাতবাসীদের স্পর্শ করবে না। এ ঘোষণা শুনার পর আনন্দ ছড়িয়ে পড়বে জান্নাতবাসীদের মধ্যে এবং জাহান্নামের বাসিন্দাদের মধ্যে অপরিসীম দুঃখ দুর্দশা ছড়িয়ে পড়বে।

শেষ সময় কি ঘনিয়ে আসছে ?

১৪০০ বছর আগে পবিত্র কুরআনে এবং হাদীসে বর্ণিত কিয়ামতের লক্ষণসমূহ আজ পরিলক্ষিত হচ্ছে নানাভাবে। আল্লাহ বলেছেন ঃ

فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلاَّ السَّاعَةَ اَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً ج فَقَدْ جَاءَ اَشْرَاطُهَا ج

فَاَنّٰى لَهُمْ اِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرٰهُمْ

"তারা কি অপেক্ষা করছে যে শেষ সময় অতর্কিতে তাদের উপর এসে পড়বে ? এ লক্ষণসমূহ এখনি চলে এসেছে। এসব সতর্কবাণী কি কাজে লাগবে যখন সে সময় আবির্ভূত হবে ?"–সূরা মুহাম্মদ ঃ ১৮

www.amarboi.org

গণহত্যা ও অরাজকতা

পবিত্র হাদীসে রাসূল স. বলেছেন, সে সময় হাজর বৃদ্ধি পাবে। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, হাজর কি ? তিনি বললেন, হত্যাকাণ্ড—(বুখারী)। মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, পৃথিবীর শেষ ততক্ষণ আসবে না, যতক্ষণ না মানুষের উপর গণহত্যা এবং রক্তের বন্যা বয়ে যাবে। আজ দেশে দেশে যুদ্ধ বিগ্রহে সমানে গণহত্যার তাণ্ডবলীলা চলছে। এক মতাবলম্বীর মানুষ আর এক মতাবলম্বীর মানুষকে হত্যা করছে নির্বিচারে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ২০ মিলিয়নের বেশী লোক নিহত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়ে যায় ৫০ মিলিয়নের উপরে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আরও কত যুদ্ধ ঘটে গেছে বিভিন্ন দেশে, কোটি কোটি লোক প্রাণ হারিয়েছে এসব যুদ্ধে। স্নায়ু যুদ্ধ, কোরিয়ান যুদ্ধ, ভিয়েতনাম যুদ্ধ, আরব ইসরাঈল যুদ্ধ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, ইরান ইরাক যুদ্ধ, আফগানিস্তান যুদ্ধ এবং এখনকার পাশ্চাত্য দেশগুলোর দ্বারা অন্যায়ভাবে আক্রান্ত ইরাক যুদ্ধে কোটি কোটি নিরীহ লোক প্রাণ হারিয়েছে এবং হারাচ্ছে। আজ পৃথিবীর দিকে তাকালে দেখতে পাই বর্তমানে বিভিন্ন দেশে চলছে আঞ্চলিক যুদ্ধ। বসনিয়া, চেচনিয়া, ফিলিস্তিন, কাশ্মীর প্রভৃতি আঞ্চলিক যুদ্ধে কত কত লোক প্রাণ হারাচ্ছে।

চিত্র নং ৪ ঃ

www.amarboi.org

চিত্র নং ৫ঃ বিভিন্ন গণহত্যার চিত্র।

www.amarboi.org

বিখ্যাত শহরগুলো ধ্বংস হবে

কিয়ামতের লক্ষণসমূহের মধ্যে একটা হল যে, বিখ্যাত বিখ্যাত শহরগুলো এমনভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে যে, মনে হবে সেই শহরগুলোর অস্তিত্ব কোনোদিন ছিল না (আল মুত্তাকি আল হিন্দি আল বুরহান ফি আলামত আল মেহদি আখির আল জামান)।

আমরা ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখতে পাই অনেক বড় বড় শহর যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে যার কোনো চিহ্নই আজ আর অবশিষ্ট নেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিরোসিমা নাগাসিকির মত বড় বড় শহরগুলো আনবিক বোমা মেরে পুরোপুরী ধ্বংস করে দেয়া হয়। ইউরোপীয় দেশগুলোর রাজধানী ও শহরগুলোর অভূতপূর্ব ক্ষতি সাধন করা হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে।

চিত্র নং ৬ ঃ ধ্বংস হয়ে যাওয়া হিরোসিমা

আজ বাগদাদ, কাবুল, চেচনিয়া এবং ফিলিস্তিনের শহরগুলোতে বোমা ফেলে অভূতপূর্ব ক্ষতি সাধন করা হচ্ছে। হারিকেন, টাইফুন, সাইক্লোন, বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ধ্বংস হচ্ছে জান-মাল। আজ বিভিন্ন উন্নত

www.amarboi.org

দেশ তৈরি করছে নিউক্লিয়ার বোম, অত্যাধুনিক বোমারু বিমান, মিসাইল যা দিয়ে এ পৃথিবীকে মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস করে দেয়া সম্ভব।

চিত্র নং ৭ ঃ হিরোসিমায় নিক্ষিপ্ত আনবিক

চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হবে

পবিত্র কুরআনে ৫৪তম সূরা হলো আল কামার। আরবী ভাষায় কামারের অর্থ হলো, চাঁদ। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ

"সময় ঘনিয়ে আসবে যখন চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হবে।"–সূরা আল কামার ঃ ১

দ্বিখণ্ডিত বুঝাতে এখানে যে আরবী শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে আরবী ভাষায় তার বিভিন্ন অর্থ হয়। সবচেয়ে কাছের অর্থ হল দ্বিখণ্ডিত। অপর অর্থ হল লাঙ্গল দিয়ে জমি কর্ষণ করা। যেমন সূরা আল আবাসার ২৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

www.amarboi.org

أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ۝ ثُمَّ شَقَقْنَا الأَرْضَ شَقًّا ۝ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا

وَعِنَبًا وَقَضْبًا ۝ وَزَيْتُونًا وَنَخْلاً ۝ - عبس : ٢٥-٢٩

"আমি প্রচুর পানি বর্ষণ করি, তারপর মাটি কর্ষণ করি। তারপর আমরা এতে শষ্য, আঙ্গুর, গুল্ম, জলপাই এবং খেজুর উৎপাদন করি।"

–সূরা আল আবাসা ঃ ২৫-২৯

এক্ষেত্রে একই আরবী শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে কর্ষণ বুঝাতে। ১৯৬৯ সালের ২০ জুলাই চাঁদের মাটিতে যে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানো হয় তার ঘোষণা হয়তো ১৪০০ বছর আগে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ সময় ঘনিয়ে আসবে যখন চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হবে। এখানে হয়তো দ্বিখণ্ডিত বুঝাতে চাঁদের মাটি কর্ষিত করার কথা বলা হয়েছে। ১৯৬৯ সালের ২০ জুলাই আমেরিকার নভোচারীরা চাঁদে পদার্পণ করেন। তাঁরা চাঁদের মাটি খুঁড়ে সংগ্রহ করেন মাটি ও পাথর।

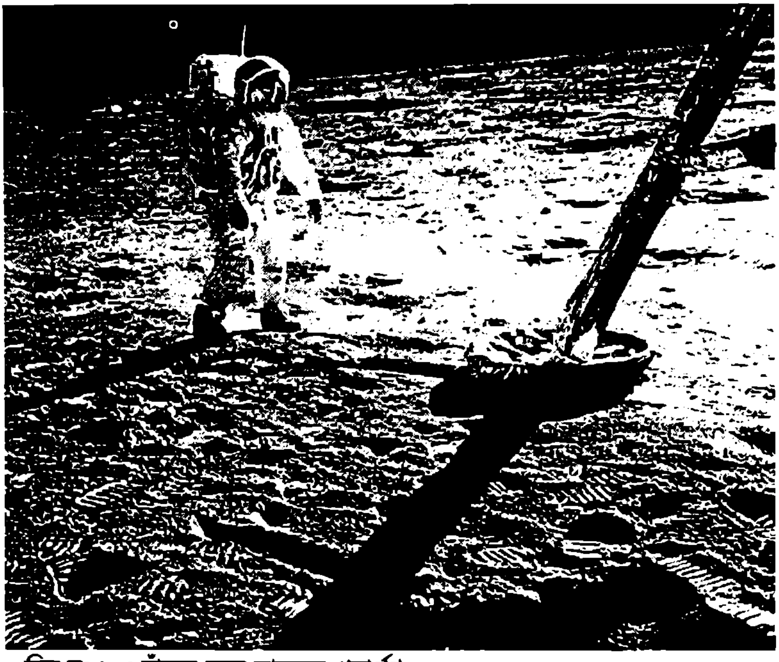

চিত্র নং ৮ ঃ চাঁদের বুকে মানুষের পদার্পণ।

ঘন ঘন ভূমিকম্প হবে

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, শেষ দিন ততক্ষণ আসবে না যতক্ষণ না পৃথিবীতে ঘন ঘন ভূমিকম্প হবে—(বুখারী)। হাদীস অনুযায়ী অধিকাংশ ভূমিকম্প সংঘটিত হবে পৃথিবীর শেষ সময়ে। ইউনিভার্সাল অ্যালমানাকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ১০০০ থেকে ১৮০০ সালের মধ্যে পৃথিবীতে মাত্র ২১টি বৃহৎ আকারের ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছে। ১৮০০ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে বৃহৎ আকারের ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছে ১৮টি এবং ১৯০০ থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে এর সংখ্যা ৩৩টি। ১৯৫০ থেকে ১৯৯১ সালের মধ্যে ভূমিকম্প হয়েছে ৯৩টি যা পূর্বের অর্ধ শতাব্দির তুলনায় প্রায় তিনগুণ এবং যা কেড়ে নিয়েছে পৃথিবী ব্যাপি ১.৩ মিলিয়ন মানুষের জীবন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর আয়ু যতই শেষ সময়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ততই ভূমিকম্প এবং প্রাণহানির সংখ্যা বেড়েই চলেছে। গার্ডিয়ান আনলিমিটেডের পরিসংখ্যান অনুযায়ী গত শতাব্দিতে সংঘটিত ভয়াবহ ভূমিকম্পগুলোর বিবরণ নিচে দেয়া হলো ঃ

- ২৬ ডিসেম্বর ২০০৩-ইরানের বাম নগরী, ভূমিকম্পের তীব্রতা ৬.৫, প্রাণহানির সংখ্যা ৪১,০০০-এর উর্ধে।
- ২১ মে ২০০৩-আলজেরিয়া, ভূমিকম্পের তীব্রতা ৬.৮, প্রাণহানির সংখ্যা ২,৩০০।
- ২৫ মার্চ ২০০২-আফগানিস্তান, ভূমিকম্পের তীব্রতা ৫.৮, প্রাণহানির সংখ্যা ১,০০০।
- ২৬ জানুয়ারি ২০০১-ভারত, ভূমিকম্পের তীব্রতা ৭.৯, প্রাণহানির সংখ্যা কমপক্ষে ২,৫০০।
- ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯–তাইওয়ান, ভূমিকম্পের তীব্রতা ৭.৬, প্রাণহানির সংখ্যা ২,৪০০।
- ১৭ আগষ্ট ১৯৯৯ তুরস্ক, ভূমিকম্পের তীব্রতা ৭.৪, প্রাণহানির সংখ্যা ১৭,০০০।
- ২৫ জানুয়ারী ১৯৯৯ কলম্বিয়া, ভূমিকম্পের তীব্রতা ৬, প্রাণহানির সংখ্যা ১,১৭১।
- ৩০ মে ১৯৯৮ আফগানিস্তান, তাজাকিস্তান, ভূমিকম্পের তীব্রতা ৬.৯, প্রাণহানির সংখ্যা ৫,০০০।

www.amarboi.org

- ১৭ জানুয়ারী ১৯৯৫-জাপানের কোব নগরী, ভূমিকম্পের তীব্রতা ৭.২, প্রাণহানির সংখ্যা ৬,০০০-এর উর্ধে।
- ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩-ভারত, ভূমিকম্পের তীব্রতা ৬. প্রাণহানির সংখ্যা ১০,০০০।
- ২১ জুন ১৯৯০ ইরান, ভূমিকম্পের তীব্রতা ৭.৩-৭.৭, প্রাণহানির সংখ্যা ৫০,০০০।
- ৭ ডিসেম্বর ১৯৮৮-আর্মেনিয়া ভূমিকম্পের তীব্রতা ৬.৯ প্রাণহানির সংখ্যা ২৫,০০০।
- ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫-মেক্সিকো, ভূমিকম্পের তীব্রতা ৮.১, প্রাণহানির সংখ্যা ৯,৫০০-এর উর্ধে।
- ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮-ইরান, ভূমিকম্পের তীব্রতা ৭.৭, প্রাণহানির সংখ্যা ২৫,০০০।
- ২৮ জুলাই ১৯৭৬-চীন, ভূমিকম্পের তীব্রতা ৭.৮-৮.২, প্রাণহানির সংখ্যা ২,৪০,০০০।
- ৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৬-গুয়াতেমালা, ভূমিকম্পের তীব্রতা ৭.৫, প্রাণহানির সংখ্যা ২২,৭৭৮।
- ২৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৬০ মরোক্ক, ভূমিকম্পের তীব্রতা ৫.৭, প্রাণহানির সংখ্যা ১২,০০০।
- ২৬ ডিসেম্বর ১৯৩৯-তুরস্ক, ভূমিকম্পের তীব্রতা ৭.৯, প্রাণহানির সংখ্যা ৩৩,০০০।
- ২৪ জানুয়ারী ১৯৩৯-চিলি, ভূমিকম্পের তীব্রতা ৮.৩, প্রাণহানির সংখ্যা ২৮,০০০।
- ৩১ মে ১৯৩৫-ভারত, ভূমিকম্পের তীব্রতা ৭.৫- প্রাণহানির সংখ্যা ৫০,০০০।
- ১ সেপ্টেম্বর ১৯২৩-জাপান, ভূমিকম্পের তীব্রতা, ৮.৩, প্রাণহানির সংখ্যা ১,৪০,০০০।

www.amarboi.org

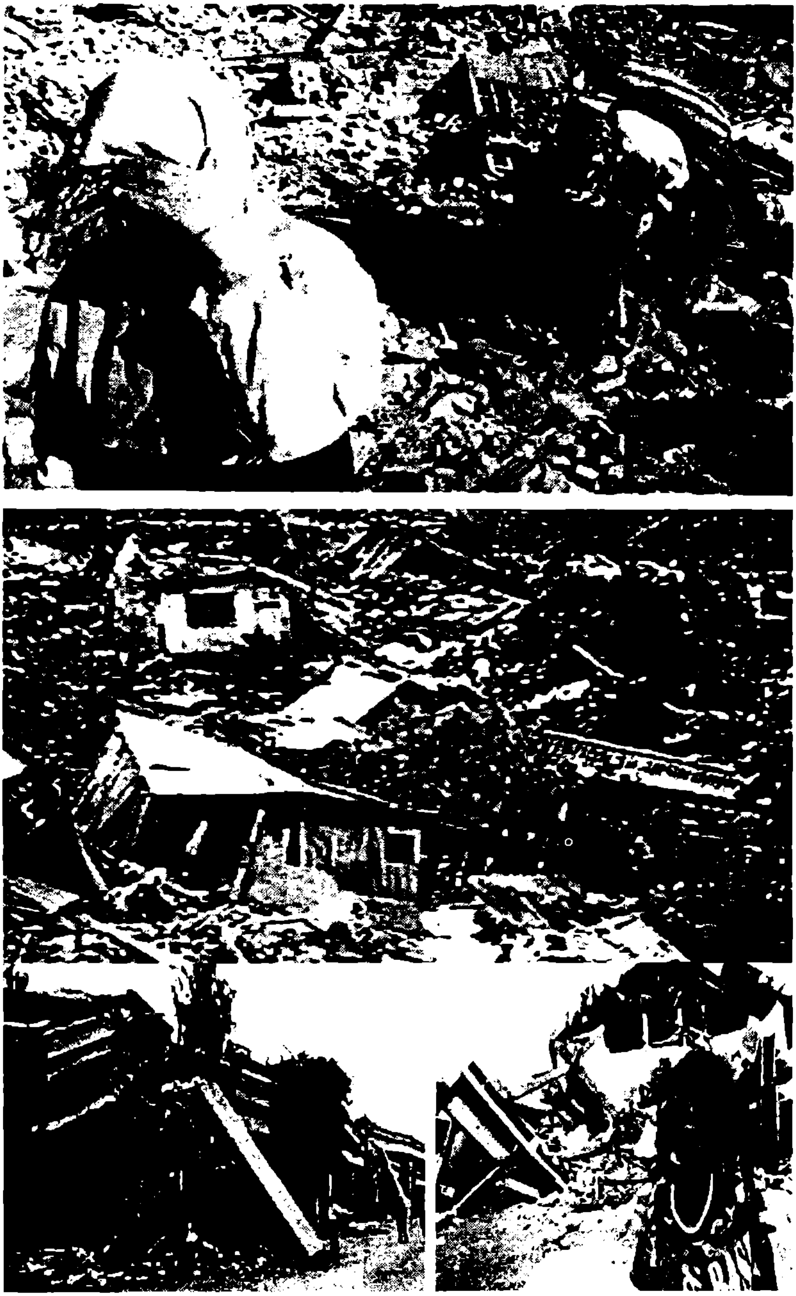

চিত্র নং ৯ ঃ ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলা

www.amarboi.org

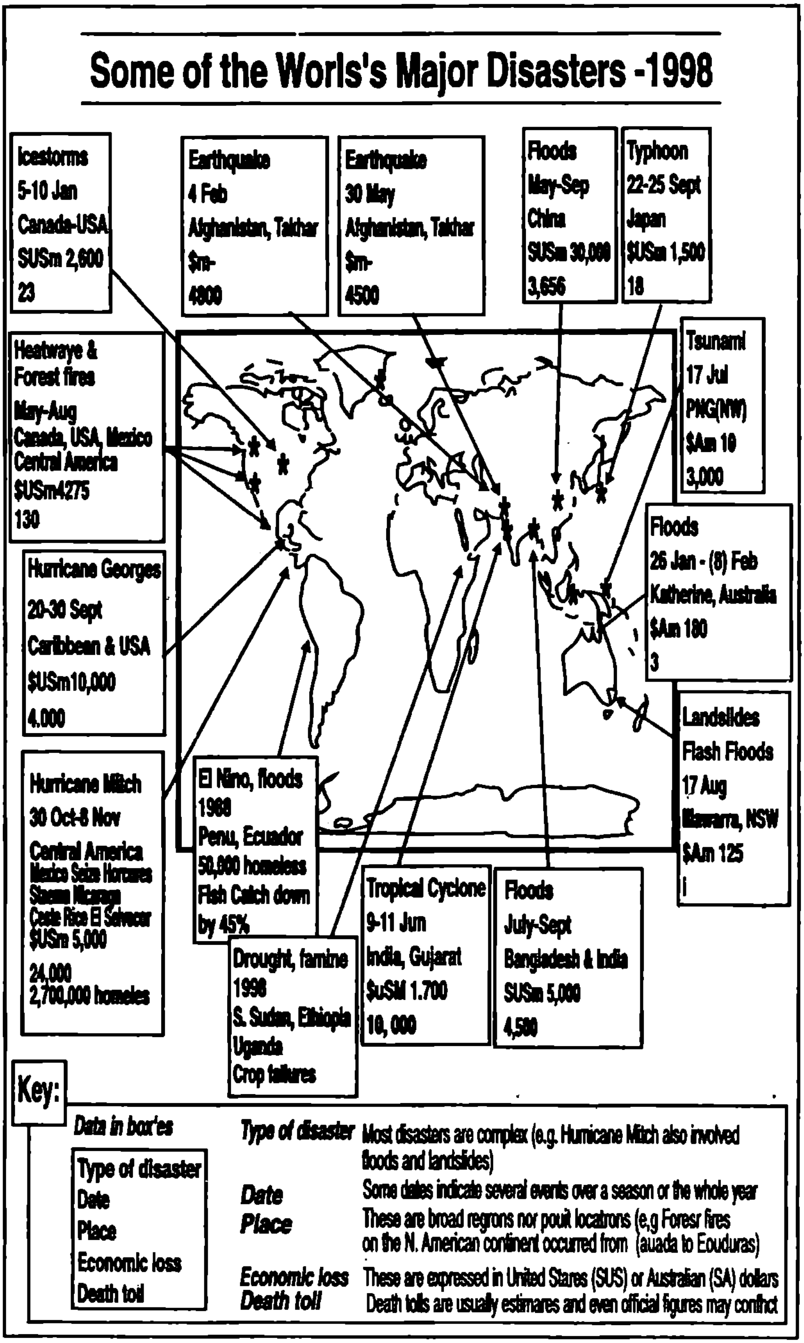
Some of the Worls's Major Disasters -1998
Icestorms
5-10 Jan
Canada-USA
SUSm 2,600
23
Earthquake
4 Feb
Afghanistan, Takhar
$m-
4000
Earthquake
30 May
Afghanistan, Takhar
$m-
4500
Floods
May-Sep
China
SUSm 30,000
3,656
Typhoon
22-25 Sept
Japan
$USm 1,500
18
Heatwaye &
Forest fires
May-Aug
Canada, USA, Mexico
Central America
$USm4275
130
Tsunami
17 Jul
PNG(NW)
$Am 10
3,000
Floods
26 Jan - (8) Feb
Katherine, Australia
$Am 180
3
Hurricane Georges
20-30 Sept
Caribbean & USA
$USm10,000
4.000
Landslides
Flash Floods
17 Aug
Illawarra, NSW
$Am 125
1
Hurricane Mitch
30 Oct-8 Nov
Central America
Mexico Seize Honduras
Sisama Nicaragua
Costa Rica El Salvador
$USm 5,000
24,000
2,700,000 homeles
El Nino, floods
1998
Peru, Ecuador
50,000 homeless
Fish Catch down
by 45%
Drought, famine
1998
S. Sudan, Ethiopia
Uganda
Crop failures
Tropical Cyclone
9-11 Jun
India, Gujarat
$uSM 1.700
10, 000
Floods
July-Sept
Bangladesh & India
SUSm 5,000
4,500
Key:
Data in box'es
Type of disaster
Date
Place
Economic loss
Death toil
Type of disaster Most disasters are complex (e.g. Humicane Mitch also involved floods and landslides)
Date Some dates indicate several events over a season or the whole year
Place These are broad regrons nor pouit locatrons (e,g Foresr fires on the N. American continent occurred from (auada to Eouduras)
Economic loss These are expressed in United Stares (SUS) or Australian (SA) dollars
Death toll Death tolls are usually estimares and even official figures may confrict

দারিদ্রতা বৃদ্ধি পাবে

পবিত্র হাদীসে বর্ণিত আছে যে, দরিদ্র ও ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি হবে শেষ সময়ের প্রথম পর্যায়ের লক্ষণসমূহের একটা লক্ষণ। হাদীস অনুযায়ী লাভ শুধুমাত্র ধনীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে, দরিদ্ররা এ থেকে উপকৃত হবে না—(তিরমিযী)। দারিদ্রতা হল মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসার অভাব। আজ এশিয়া, আফ্রিকা, মধ্য আমেরিকা এবং পূর্ব ইউরোপের অসংখ্য মানুষ বাস করছে দারিদ্র সীমার নিচে। আমাদের দেশের দিকে তাকালে দেখতে পাই ধনীরা দিন দিন ধনী হচ্ছে এবং গরীবরা হচ্ছে গরীব। দেশের অর্থ-সম্পদ কুক্ষিগত হচ্ছে হাতেগোণা কিছুসংখ্যক ধনবান মানুষের হাতে। ইউনিসেফের হিসেব অনুযায়ী আজ পৃথিবীর প্রতি চারজনে একজন মানুষ বাস করছে চরম দারিদ্রতার মধ্যে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার হিসেব অনুযায়ী ২০০০ সালে পৃথিবীর ৮২৬ মিলিয়ন মানুষের ক্ষুধা নিবারণের জন্য যথেষ্ট খাদ্য ছিল না। আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে বলেছেন ঃ

وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ
وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ص وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ط أَلَا
تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ط وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ○

"তোমাদের মধ্যে যারা প্রচুর ধন-সম্পদ পেয়েছে কখনো শপথ নিও না যে, তোমরা তোমাদের আত্মীয় দরিদ্র এবং আল্লাহর পথে যারা পরবাসী হয়েছে তাদের সাহায্য করবে না। তোমরা কি চাও না তোমাদের প্রভু তোমাদের ক্ষমা করে দেন ? আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।"–সূরা আন নূর ঃ ২২

দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার প্রধান কারণ আমাদের মধ্যে কুরআন ও সুন্নার বিষয়ে শিক্ষার অভাব। কুরআন হাদীসে দরিদ্রদের যে যাকাত দেয়ার কথা বলা হয়েছে আমরা তা দান করি না। আজ আমাদের দেশের অনেক ধনী মানুষ যাকাত দেয়া যুলুম বলে মনে করেন। যে কারণে আজ পৃথিবীতে ধনী ও গরীব মানুষের মধ্যে সম্পদের ব্যবধান বাড়ছে। যাকাতের সুষ্ঠ বণ্টন হলে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা কমে আসত। ব্যাপক হারে দারিদ্রতা বৃদ্ধি কিয়ামতের লক্ষণগুলোর একটি লক্ষণ।

www.amarboi.org

চিত্র নং ১০ ঃ ক্ষুধা ও দারিদ্র

www.amarboi.org

আকাশছোঁয়া ইমারত নির্মাণের প্রতিযোগিতা চলবে

পবিত্র হাদীসে বর্ণিত আছে যে, শেষ সময় ততক্ষণ আসবে না যতক্ষণ না জাতিতে জাতিতে আকাশছোঁয়া ইমারত নির্মাণের প্রতিযোগিতা চলবে- (বুখারী)। স্থাপত্য ও গৃহনির্মাণ প্রযুক্তির দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, উনবিংশ শতাব্দির শেষ দিকে উচ্চতলা বিশিষ্ট গৃহনির্মাণের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত যে, শেষ সময় ততক্ষণ ঘটবে না যতক্ষণ না খুব উঁচু উঁচু ইমারত নির্মিত হবে। বর্তমানে খুব দৃঢ় শক্তি সম্পন্ন ইস্পাতের রড তৈরি হওয়ায় এবং লিফটের ব্যবহার চালু হওয়ায় খুব সহজেই আকাশছোঁয়া অট্টালিকা নির্মাণ করা সম্ভব যার ইংরেজী নাম স্কাইস্ক্রাপার। দেশে দেশে এ স্কাইস্ক্রাপার নির্মাণের প্রতিযোগিতা বিংশ ও একবিংশ শতাব্দিতে বিভিন্ন জাতির জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক দেশ আর এক দেশের স্কাইস্ক্রাপার নির্মাণের রেকর্ড ভাঙ্গার জন্য আজ তীব্র প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। আজ থেকে ১৪০০ বছর আগের ভবিষ্যদ্বাণী আজ বাস্তবে রূপ নিচ্ছে যা নিচের ছবি দেখলেই অনুভব করা যায়।

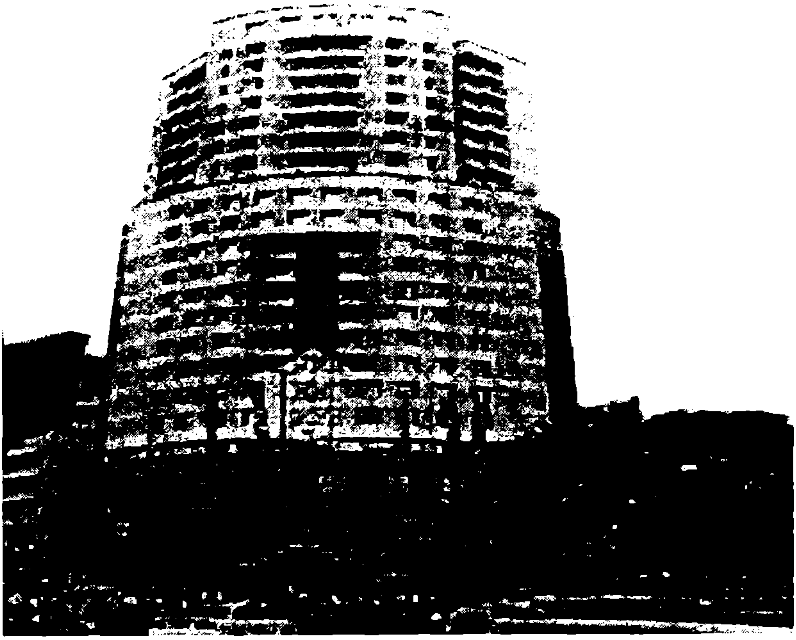

চিত্র নং ১০ (ক) ঃ

www.amarboi.org

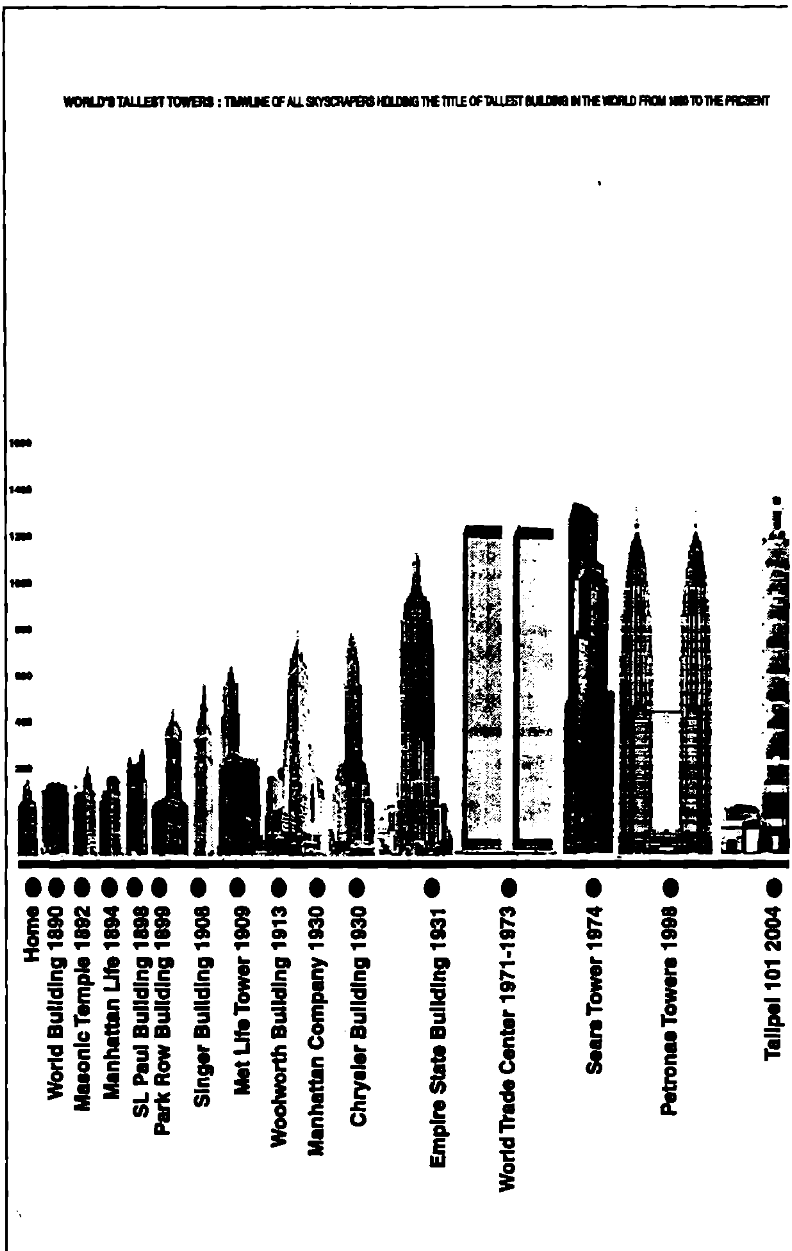

চিত্র নং ১০ (খ) ঃ আকাশ ছোঁয়া অট্টালিকা

৩—

www.amarboi.org

সময় সংক্ষিপ্ত হয়ে আসবে

পবিত্র হাদীসে বর্ণিত আছে যে, শেষ দিন ততক্ষণ আসবেনা যতক্ষণ না সময় দ্রুত অতিবাহিত হবে-(বুখারী)। মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত আছে যে, সে সময় বহু দূরের যাত্রা অতি অল্প সময়ে অতিক্রম করবে মানুষ।

উন্নত যানবাহন

আজ শিল্পোন্নত দেশগুলো শব্দের চেয়েও বেশী দ্রুত গতিসম্পন্ন যানবাহন নির্মাণে সক্ষম হচ্ছে। হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে যে, শেষ দিনে সময় সংক্ষিপ্ত হয়ে আসবে। বছর হবে মাসের মতো, মাস হবে দিনের মতো, দিন হবে ঘন্টার মতো এবং ঘন্টা হবে আগুনের ফুল্কির মতো সংক্ষিপ্ত-(তিরমিযি)। কয়েক বছর আগেও যে স্থান অতিক্রম করতে কয়েক মাস লাগত আজ অত্যাধুনিক প্রযুক্তির কারণে তা কয়েক ঘন্টার মধ্যে অতিক্রম করা সম্ভব। আজ সুপারসনিক এরোপ্লেন, দ্রুতগামি ট্রেন এবং অন্যান্য অত্যাধুনিক যানবাহন আবিষ্কারের ফলে পৃথিবীর দূরত্ব এসেছে মানুষের হাতের মুঠোয়। যে চিঠি কয়েক বছর আগেও অন্য দেশে পৌছতে কমপক্ষে একসপ্তাহ লাগত আজ তা ইলেকট্রনিক মেইলের মাধ্যমে কয়েক সেকেণ্ডে পাঠানো সম্ভব। কম্পিউটারের প্রভূত উন্নতির ফলে আজ কল সেন্টারে বসে মানুষ বিভিন্ন দেশের সাথে যোগাযোগ করছে মুহূর্তের মধ্যে। কয়েক বছর আগেও একটা বই ছাপাতে যে সময় লাগত আজ সেই সময়ে লক্ষ লক্ষ বই ছাপানো সম্ভব। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সুবাদে আজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সময় হয়ে এসেছে সংক্ষিপ্ত। কয়েক বছর আগেও মানুষের ধারণা ছিল না যে, এতো স্বল্প সময়ে এতো কিছু করা সম্ভব। অথচ আজ থেকে ১৪০০ বছর আগে আমাদের প্রিয় নবী এগুলো ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন।

www.amarboi.org

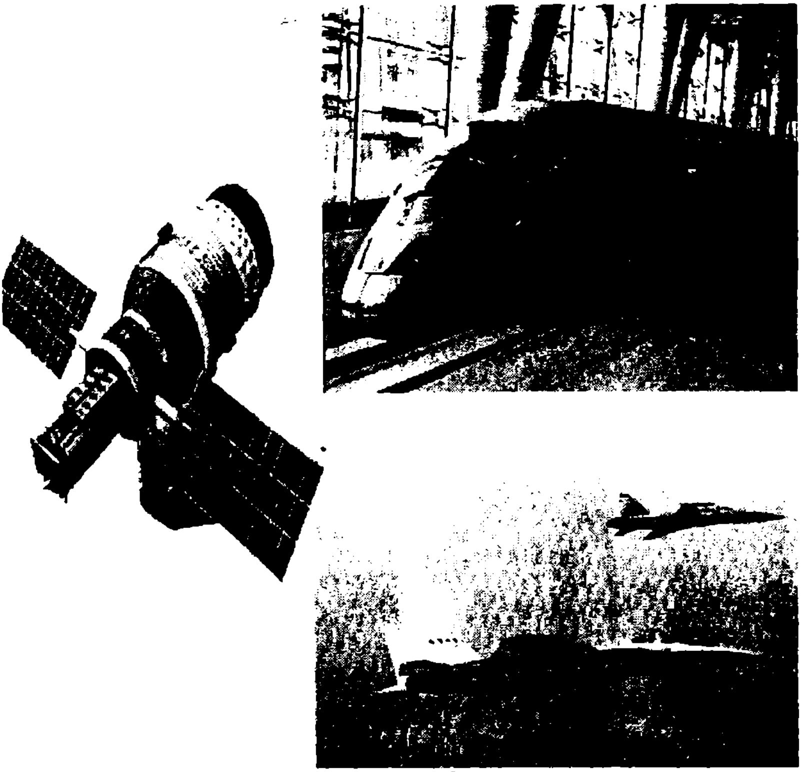

চিত্র নং ১১ ঃ দ্রুত গতিসম্পন্ন যানবাহনের আবিষ্কার

উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা

হাদীসে উল্লেখ আছে যে, রাসূল স. বলেছেন, শেষ সময় ততক্ষণ আসবে না যতক্ষণ না মানুষ চাবুকের সাথে কথা বলবে–(তিরমিযি)। প্রাচীন কালে এবং এখনও আমাদের দেশে চাবুক বা কঞ্চি ব্যবহার করা হয় ঘোড়া, গরু, ছাগল ইত্যাদি গৃহপালিত পশুদের নিয়ন্ত্রণ করতে। এমনকি গ্রাম দেশে শিক্ষকরাও কঞ্চি ব্যবহার করেন ছাত্রদের নিয়ন্ত্রণ করতে। কঞ্চি এক ধরনের লম্বা চিকন বাঁশের শাখা। বর্তমানে আমরা ওয়ারলেসে কথা বলার জন্য ব্যবহার করছি কঞ্চি বা চাবুকের আকৃতির অ্যান্টিনা। আজ বৈদ্যুতিক তার বিহীন টেলিফোন বা ওয়ারলেস টেলিফোনের ছড়াছড়ি চারদিকে। সেল ফোন ও স্যাটেলাইট ফোনে আমরা এ কঞ্চির বা চাবুকের আকৃতির অ্যান্টিনা ব্যবহার করে থাকি।

www.amarboi.org

চিত্র ১২ ঃ অ্যান্টিনাসহ্ ওয়ারলেস ফোন

রেকর্ডিং শিল্পের আবির্ভাব

হাদীস অনুযায়ী কিয়ামত ঘনিয়ে আসার সময়ে মানুষ নিজের কণ্ঠস্বর নিজেই শুনতে পাবে। শেষ সময় ততক্ষণ আসবে না যতক্ষণ না মানুষের কণ্ঠস্বর তার নিজের সাথে কথা বলবে−(মুখতাসার তাজকিরাই কুতুবি)। নিজের কণ্ঠ শুনতে গেলে আগে তা রেকর্ড করতে হবে রেকর্ডিং মেশিনে। আজ কের রেকডিং শিল্প বিংশ শতাব্দির আধুনিক প্রযুক্তির ফসল। মাইক্রোফোন, ভিসিআর, স্পিকার, টেপরেকর্ডার প্রভৃতি আবিষ্কারের ফলে আমরা কণ্ঠস্বর রেকর্ড করে সংরক্ষণ করতে পারি এবং পরে নিজের কণ্ঠস্বর শুনতে পারি। হযরত মেহেদি আ. সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, সমগ্র পৃথিবীব্যাপি একটা কণ্ঠস্বর শুনা যাবে, এবং পৃথিবীর প্রতিটি জাতি তা শুনবে নিজের ভাষায়− (আলমুত্তাকি আল হিন্দি আল বুরহান ফি আলামত আল মেহেদি আখির আল জামান)। একশ বছর আগেও এ হাদীস বিশ্বাস করা কষ্টকর ছিল। কিন্তু রেকর্ডিং শিল্প, কম্পিউটার, স্যাটেলাইট, টেলিভিশন ও ইন্টারনেট আবিষ্কারের কারণে সমগ্র বিশ্বে কণ্ঠস্বর ছড়িয়ে দেয়া খুব সহজ। আজ নতুন নতুন হার্ডওয়ার ও সফটওয়ার তৈরি হওয়ায় যে কোনো ভাষাকে পৃথিবীর অন্য যে কোনো ভাষায় অনুবাদ করা সম্ভব। আজ জাতিসংঘে কোনো দেশের নিজের

www.amarboi.org

ভাষায় কথা বললে অন্য দেশের প্রতিনিধি তা নিজের ভাষায় অনুবাদ করে শুনতে পারেন।

চিত্র নং ১৩ ঃ আধুনিক রেকডিং শিল্প

নৈতকি চরিত্রের অবক্ষয়

পবিত্র হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনায় কিয়ামতের পূর্বে মানুষের নৈতিক চরিত্রের চরম অবক্ষয়ের কথা বলা হয়েছে।

কিয়ামতের আগে পরকীয় স্বভাব ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে-(আল হায়থানি, কিতাব আল ফিতান)।

শেষ সময় ততক্ষণ আসবে না যতক্ষণ না মানুষ প্রকাশ্যে অবৈধ যৌন কর্মে লিপ্ত হবে-(বুখারী)।

শেষ সময়ে পুরুষ পুরুষের সাথে এবং নারী নারীর সাথে দৈহিক মিলন ঘটাতে শুরু করবে-(আল মুত্তাকি আল হিন্দি মুন্তাখাব কানজুল উম্মাল)।

আজ পৃথিবীর সর্বত্র মানুষ নৈতিক অধঃপতনের চরম সীমায় পৌছে গেছে। টেলিভিশন, স্যাটেলাইট এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে আজ আমাদের ঘরে ঘরে ঢুকে গেছে অশ্লীল কর্মকাণ্ড। পাশ্চাত্য দেশগুলোতে আজ গালফ্রেণ্ড প্রথা চালু হওয়ায় বিবাহ বন্ধন ছাড়াই একত্রে বসবাস করছে নারী পুরুষ।

www.amarboi.org

ইংরেজীতে পুরুষে পুরুষে যৌনসম্পর্ককারীদের গে বলা হয় এবং নারীতে নারীতে যৌনসম্পর্ককারীদের বলা হয় লিসবিয়ান। আজ কানাডা, আমেরিকা, এবং ইউরোপের দেশগুলোতে গে এবং লিসবিয়ানদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। এমনকি কানাডা এবং আমেরিকায় গে বিশপদের আইন করে বানানো হচ্ছে গীর্জার প্রতিনিধি। পাশ্চাত্য দেশের গীর্জায় আজ গে'দের বিয়ে পড়িয়ে সামাজিকভাবে তাদের স্বীকৃতি দেয়া হচ্ছে। শেষ সময় যে ঘনিয়ে আসছে আজ আমাদের সমাজের দিকে তাকালে তা খুব সহজেই অনুভব করা যায়।

চিত্র ১৪ ঃ আমেরিকার প্রথম স্বিকৃত গে বিশপ

বিভিন্ন জাতি একত্রিত হয়ে মুসলিমদের আক্রমণ করবে

পবিত্র হাদীসে আমাদের প্রিয় নবী স. বলেছেন, শেষ সময়ে মুসলিমরা দুর্বল হবে এবং অন্যান্য জাতিরা তাদের আক্রমণ করবে। সে সময় মুসলিমদের অবস্থা হবে খাবার থালার মতো যাতে চারদিক থেকে সবাই হাত বাড়াবে খাবার খাওয়ার জন্য। ঠিক একদল খাদক অন্যদলকে যেভাবে আহ্বান করে তাদের খাবারে অংশগ্রহণের জন্য সেভাবে মুসলমানদের বিভিন্ন জাতিরা একত্রিত হয়ে আক্রমণ করবে।

www.amarboi.org

পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিরা একত্রিত হয়ে আজ আফগানিস্তান ও ইরাক দখল করে নিল। বিশ্বের এক পরাশক্তি হুমকি দিলো আফগানিস্তান দখল করার এবং অন্য জাতিদের জাতিসংঘের মাধ্যমে আহ্বান করা হলো তাদের আক্রমণে শরীক হওয়ার জন্য। একই ভাগ্য ঘটল ইরাকের । আজ বিশ্বের বিভিন্ন জাতি তথাকথিত কোয়ালিশন বাহিনীর নামে ইরাকের তেল সম্পদ লুণ্ঠন করার জন্য গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। আজ ইরান ও সিরিয়াকে হুমকি দেয়া হচ্ছে জাতিসংঘের মাধ্যমে। আরোপ করা হচ্ছে নিষেধাজ্ঞা। আজ ইসরাঈল নিউক্লিয়ার বোম ও মারণাস্ত্রের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও এবং ফিলিস্তিনে নির্বিচারে গণহত্যা চালানো সত্ত্বেও এ ইহুদি রাষ্ট্রকে আক্রমণ করা হয় না। কিন্তু মারণাস্ত্রের অধিকারী বলে নির্লজ্জ মিথ্যাচার চালিয়ে আক্রমণ করা হল ইরাককে এবং কত নিরীহ মুসলিমদের হত্যা করা হলো। শেষ সময় যে ঘনিয়ে আসছে এসবই তার লক্ষণ। বিভিন্ন জাতি মুসলিমদের আক্রমণ করবে শেষ সময় এবং তাদের সম্পদ ভাগাভাগি করে লুটপাট করবে।

ইমাম মেহ্‌দি আ.-এর আগমনের কিছু লক্ষণ

আজ অনেকেই নিজেকে ইমাম মেহেদি আ. বলে দাবি করেছেন। ভারতের মীর্জা গোলাম আহমদ দাবি করেছেন ইমাম মেহেদি আ. বলে। আমি একদিন কানাডার ভ্যানকুভারে জুম্মার নামায পড়ছিলাম। ফরয নামায শেষ হতেই মুসল্লিদের মধ্যে একজন দাঁড়িয়ে নিজেকে ইমাম মেহেদি আ. বলে ঘোষণা দিলেন। মুসল্লিরা হাসাহাসি শুরু করল তাঁকে নিয়ে। এর কিছুদিন পর আমি ভদ্রলোককে ভ্যানকুভারের ডাউন টাউনে বাসের জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। আমি কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি সেদিন নিজেকে ইমাম মেহেদি আ. বলে ঘোষণা দিলেন কেন ? তিনি বললেন, আমি ইমাম মেহেদি আ.। আমি তার ফোন নম্বর চাইলাম যাতে তাঁর সাথে এ ব্যাপারে আলাপ করতে পারি। তিনি ফোন নম্বর দিলেন কিন্তু আমি সেই নম্বরে ফোন করে কাউকে পাইনি। আমরা জানি না ইমাম মেহেদি আ. কখন আসবেন অথবা তিনি ইতিমধ্যেই জন্ম নিয়েছেন কিনা। কিন্তু পবিত্র হাদীস শরীফে তাঁর আগমনের লক্ষণসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, ইমাম মেহেদি আ. ততক্ষণ আসবেন না যতক্ষণ না অবিশ্বাসীরা সব জায়গা দখল করে নিবে–(মাকতুবাত-ই রব্বানি ২ ঃ ২৫৯)।

মেহেদি শব্দের অর্থ হলো সত্যের পথপ্রদর্শক। ইমাম মেহেদি আ.-এর আগমনের পূর্বে কিছু লক্ষণ পরিলক্ষিত হবে যার বিবরণ দেয়া হলো।

www.amarboi.org

ইরান ইরাক যুদ্ধ

ইরান ও ইরাক যুদ্ধ সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, শাওয়াল মাসে (ইসলামিক বছরের ১০তম মাস) অরাজকতা সৃষ্টি হবে, যুদ্ধের কথা শুরু হবে জিলক্বদ মাসে (ইসলামিক একাদশ মাস) এবং জিলক্বদ (ইসলামিক বছরের ১২তম মাস) মাসে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়বে (আল্লামা মুহাক্কিক আশ শরীফ মুহাম্মদ ইবনে আবদাল রাসূল আল ইসাতু লি আসরাত ইস সাত, পৃষ্ঠা ১৬৬)।

হাদীসে বর্ণিত এ তিন মাস ইরান ও ইরাক যুদ্ধের সাথে মিলে যায়। ইরানের শাহের বিরুদ্ধে গণ অভ্যুথান শুরু হয় ১৩৯৮-এর ৫ শাওয়াল (১৯৭৬-এর ৪ সেপ্টেম্বর) এবং ইরাকের সাথে পূর্ণ যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে ১৪০০ সালের জিলহজ্জ মাসে (১৯৮০ সালের অক্টোবর মাসে)। ইরান ইরাক যুদ্ধ আট বছর চলে এবং উভয় পক্ষে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। এ যুদ্ধে কেউ নিজেদের বিজয়ী বলে দাবি করতে পারেনি।

চিত্র নং ১৫ ঃ ইরান ইরাক যুদ্ধ

www.amarboi.org

আফগানিস্তান দখল

আল মুত্তাকি আল হিন্দি আল বুরহান ফি আলামত আল মেহেদি আখেরি জামান-এর ৫৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে যে, শেষ সময়ে আফগানিস্তান অধিকৃত হবে। ১৯৭৯ সালে (ইসলামিক মাসের ১৪০০ হিজরীতে) তদানিন্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তান দখল করে। ২০০২ সালে আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানি প্রভৃতি দেশের সাহায্য নিয়ে দখল করে নেয় আফগানিস্তান এবং নিজেদের তাঁবেদার পুতুল সরকার বসায়।

চিত্র ১৬ ঃ কোয়ালিশন বাহিনী দ্বারা আফগানিস্তানে বর্বর হত্যাযজ্ঞ

ইউফ্রেটিস নদীর উপত্যকায় সোনার পাহাড় দেখা দিবে

ইমাম মেহেদি আ.-এর আগমনের একটা ইঙ্গিত হল যে, ইউফ্রেটিস নদীর প্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হবে। শিগ্রই ইউফ্রেটিস নদী এক সোনার পাহাড় প্রকাশ করবে-(বুখারী)। আলসুয়ূতি এ হাদীস বর্ণনা করেছেন এভাবে, পানির প্রবাহ থেমে যাবে। বাস্তবে কেবান বাঁধ দেয়ার ফলে নদীর প্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে এবং আশপাশের জমিগুলো পরিণত হয়েছে সোনার

www.amarboi.org

মাটিতে। এ বাঁধের ফলে ভূমি উর্বরতা বৃদ্ধি পেয়েছে, কৃষি কাজ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে এই কেবান বাঁধের ফলে। আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত যে, রাসূল স. বলেছেন—শেষ সময় ততক্ষণ আসবে না যতক্ষণ না ইউফ্রেটিস নদী একটা সোনার পাহাড় প্রকাশ করবে যার জন্য মানুষ যুদ্ধ করবে। তাদের ১০০ জনে ৯৯ জনই নিহত হবে এবং প্রত্যেকে মনে করবে সে সক্ষম হবে এই সোনার পাহাড় নিয়ন্ত্রণে। হাদীসে সাবধান করে দেয়া হয়েছে যারা এ সময় জীবিত থাকবে তারা যেন এই সোনা নেয়ার জন্য চেষ্টা না করে। একমাত্র আল্লাহ জানেন এ সোনার পাহাড় কেমন হবে।

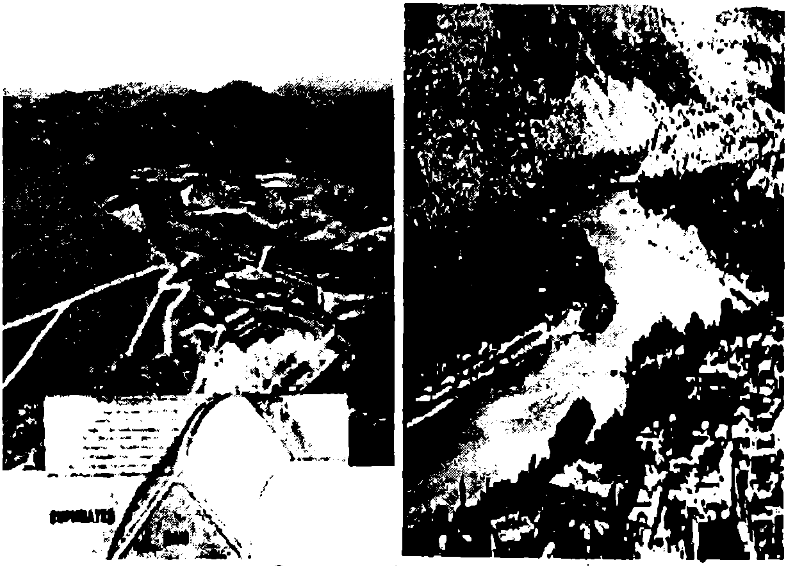

চিত্র নং ১৭ ঃ ইউফ্রেটিস নদী ও কেবন বাঁধ

রমযান মাসে সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ

মুহাম্মদ বিন আলী বর্ণিত যে, ইমাম মেহেদি আ.-এর আগমনের দু'টো চিহ্ন হলো—রমযান মাসের প্রথম রাতে চন্দ্রগ্রহণ এবং মাসের মাঝামাঝি সূর্যগ্রহণ।

১৯৮১ সালের (১৪০১ হিজরী) রমযান মাসের ১৫ তারিখে চন্দ্রগ্রহণ হয় এবং সূর্যগ্রহণ হয় সে মাসের ২৯ তারিখে, ১৯৮২ সালে (১৪০২ হিজরী) দ্বিতীয় চন্দ্রগ্রহণ হয় ১৪ রমযান এবং সূর্যগ্রহণ হয় ২৮ রমযান।

www.amarboi.org

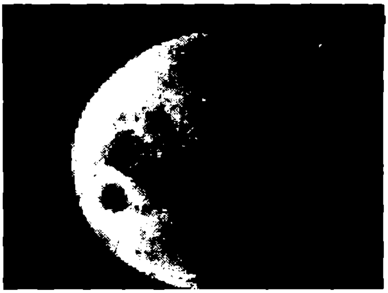
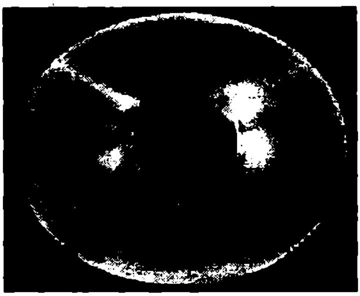

চিত্র নং ১৮ ঃ সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ

উজ্জ্বল তারার উদয় হবে

ইমাম মেহেদি আ. আসার পূর্বে উজ্জ্বল লেজ বিশিষ্ট এক তারা পূর্ব দিকে উদিত হবে-(কাব আল আহবর)। সেই তারার উদয় হবে সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের পর-(আল মুত্তাকি আল হিন্দি আল বুরহান ফি আল্লামা আল মেহেদি আখির আল জামান, পৃষ্ঠা ৩২)।

১৯৮৬ সালে (১৪০৬ হিজরী) হ্যালির কমেট পৃথিবী অতিক্রম করে। কমেট একধরনের উজ্জ্বল নক্ষত্র যা পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে ভ্রমণ করে। এ হ্যালির কমেট দেখা যায় ১৯৮১ (১৪০১ হিজরী) ও ১৯৮২ (১৪০২ হিজরী) সালের চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের পর।

চিত্র নং ১৯ ঃ হ্যালির কমেট

www.amarboi.org

কা'বা শরীফে রক্তপাত হবে

আমর বিন সুহাইব তাঁর দাদার কাছ থেকে শুনেছেন যে, রাসূল স. বলেছেন, মানুষ ইমাম ছাড়া হজ্জ পালন করবে, হাজীরা লুণ্ঠিত হবে এবং মিনাতে যুদ্ধ হবে। অনেক মানুষ নিহত হবে এবং সে যুদ্ধে মানুষের রক্ত প্রবাহিত হবে যতক্ষণ না রক্ত জামরা আল আকবা (জামরা হলো পাথরের খুঁটি যা শয়তানের প্রতিনিধি হিসেবে বিবেচিত হয়) পর্যন্ত পৌছায়।

১৯৭৯ সালের হজ্জের মাসে সৌদি সৈনিক ও ইসলামি চরমপন্থিদের মধ্যে সংঘর্ষে ৩০ জন নিহত হয়। এ ঘটনা হয় ১৪০০ হিজরীর প্রথম দিন (১৯৭৯ সালের ২১ নভেম্বর)। এ ঘটনার সাত বছর পর সৌদি বাহিনী এবং ইরানী বিক্ষোভকারীদের মধ্যে সংঘর্ষে ৪০২ জন নিহত হয়।

ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থানগুলো পুনর্নির্মিত হবে

পৃথিবীর ধ্বংস হয়ে যাওয়া স্থানগুলো পুনর্নির্মাণ করা হবে এবং পুননির্মিত স্থানগুলো হবে কিয়ামতের পূর্ব লক্ষণ—(ইসমাইল মুতলু, কিয়ামত আলমেতলারি, মুতলু পাবলিকেশন, ইস্তাম্বুল, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা, ১৩৮)।

চিত্র নং ২০ঃ জার্মান সংসদ ভবন

www.amarboi.org

নীচের ছবিতে দেখা যাচ্ছে জার্মানের সংসদ ভবন। ১৯৪৫ সালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত ভবন এবং ১৯৯৯ সালের চিত্রে দেখা যাচ্ছে ভবনটি অবিকল আগের আকৃতিতে পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে।

সূর্যের মাঝে বিশেষ লক্ষণ দেখা যাবে

ইমাম মেহেদি আ. ততক্ষণ আসবেন না যতক্ষণ না এক ধরনের বিশেষ লক্ষণ সূর্যের মাঝে দেখা যাবে-(ইবনে হাজর আল হাইথানি, আলক্বাওয়াল আল মুখতাসার ফি আলামাত আল মেহেদি আল মুনতাজার, পৃষ্ঠা ৪৭)। বিংশ শতাব্দিতে সূর্যে যে ব্যাপক বিস্ফোরণ সংঘটিত হয় তা হয়তো এ লক্ষণ হতে পারে।

চিত্র নং ২১ : বিস্ফোরণের পূর্বে এবং বিস্ফোরণের পরে সূর্যের চিত্র

বাঁ দিকের ছবিতে দেখা যাচ্ছে ১৯৯৬ সালে নেয়া সূর্যের চিত্র এবং ডান দিকের ছবিতে দেখা যাচ্ছে ২০০০ সালের নেয়া সূর্যের চিত্র যা থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে বিস্ফোরণের পর এর আকৃতি ভিন্ন হয়েছে।

শেষ কথা

১৪০০ বছর আগের বর্ণিত কিয়ামতের লক্ষণসমূহের অধিকাংশই আজ পরিলক্ষিত হচ্ছে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পড়তে জানতেন না। তাঁর বিজ্ঞান সম্বন্ধে এত তথ্য জানার কথা নয়। তিনি কিয়ামতের লক্ষণসমূহের বর্ণনা দিতে গিয়ে কিয়ামতের পূর্বে যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চরম উন্নতির কথা

www.amarboi.org

উল্লেখ করেছেন তা মাত্র ১০০ বছর আগেও বিজ্ঞানীদের কল্পনার বাইরে ছিলো। সে যুগে ছাদে পদার্পণ করা, উন্নত যানবাহনের আবিষ্কার, রেকর্ডিং শিল্পের উন্নয়ন, কমিউনিকেশন প্রযুক্তির আবিষ্কার, সেলুলার ফোনের ব্যবহার ইত্যাদি ছিলো মানুষের চিন্তার বাইরে।

আমাদের দেশের অনেক বুদ্ধিজীবি কুরআন ও হাদীসের কথা অস্বীকার করে বুদ্ধিজীবি হওয়ার গর্ব অনুভব করেন। কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের কারণে ১৪০০ বছর আগের বর্ণিত এসব ভবিষ্যদ্বাণী কারো অস্বীকার করার উপায় নেই। এ শেষ সময় প্রতিটি সেকেণ্ডে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। কিন্তু পার্থিব জীবনের লাভ-ক্ষতির হিসেব করতে গিয়ে আমরা এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছি যে, কিয়ামতের বিষয়ে চিন্তা করার আমাদের অবসর নেই। আমরা বিশ্বাস করি কি না করি তাতে আল্লাহর কিছু আসে যায় না, কিন্তু আমাদের আসে যায়।

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন ঃ

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ط وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ط وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ - ال عمران : ١٨٥

"প্রত্যেককে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে এবং পুনরুত্থান দিবসে তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের ফল কড়ায় গণ্ডায় পাবে। এবং যে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে অবশ্যই সে সফলকাম। এ পৃথিবীর জীবন শুধু প্রতারণার আনন্দ ছাড়া আর কিছু নয়।"

–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৮৫

আমাদের প্রতিটি আত্মাকে পরীক্ষা ও বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। আমরা কি নিজেদের প্রস্তুত করছি সেই শেষ দিনের জন্য ? নিজেকে শেষ দিনের জন্য প্রস্তুত করার একমাত্র উপায় আমাদের প্রকৃত বিশ্বাসের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করা এবং খারাপ কাজ ত্যাগ করে ভালো কাজ সম্পন্ন করা। বর্তমান যুগে নিজেদের সঠিক পথে রাখা অত্যন্ত কষ্টের কাজ। আমাদের চারদিকে ছড়িয়ে আছে শয়তানের প্রলোভনের ফাঁদ। অহংকার, মিথ্যাচার, ব্যভিচার, লোভ, অসততা, রক্তপাত এবং অসৎ উপার্জন ইত্যাদি অপকর্মগুলো আমাদের হাতছানি দিচ্ছে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। আজ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে এভাবে সাজানো হচ্ছে যে, উচ্চ শিক্ষিত হয়ে আমরা আল্লাহ ও রাসূলকে অস্বীকার করে নিজেদের বুদ্ধিজীবি হিসেবে দাবী করি। যারা ধার্মিক ও আল্লাহর পথে চলছেন তারা আমাদের কাছে উপহাসের পাত্র হিসেবে গণ্য হন। কিন্তু বাস্তবে তথাকথিত বুদ্ধিজীবিরাই আল্লাহর কাছে উপহাসের পাত্র।

www.amarboi.org

এসব তথাকথিত বুদ্ধিজীবি মুসলমানের ঘরে জন্ম হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেও আল্লাহ্ ও রাসূলকে অস্বীকার করে, ইসলামকে বিশ্বে হেয় করার ষড়যন্ত্র করে নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করছেন। তাদের অনেকেই মনে করছেন যে ধর্ম মূর্খ ও দরিদ্রের অবলম্বন। আল্লাহ্ ও রাসূল এবং কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞানের অভাবই তাঁদের এ রকম দুঃসাহস এনে দিয়েছে। পবিত্র কুরআন এবং হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনায় যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কথা বলা হয়েছে, মাত্র একশ দু'শ বছর আগেও তা বিজ্ঞানীদের কল্পনার বাইরে ছিল। আল্লাহ্, রাসূল ও ইসলামের নিন্দা করে হয়তো কিছু মানুষের বাহ্‌বা কুড়ানো সম্ভব হবে, ইহুদী খৃস্টান দেশগুলোর সমাদর পাওয়া যাবে, কিন্তু ভয়ংকর পুনরুত্থান দিবসে তাদের যে কি পরিণতি হবে সে সম্বন্ধে তাঁদের কোনো ধারণাই নেই।

পবিত্র কুরআন স্বয়ং আল্লাহ্‌র বাণী যার প্রতিটি অক্ষর ধ্রুব তারার মত সত্য। আমাদের দেশে চলছে আজ প্রতিহিংসার রাজনীতি। এক নীতির মানুষ আর এক নীতির মানুষকে হত্যা করছে নির্বিচারে। হরতালের নামে যানবাহনে আগুন লাগিয়ে নিরীহ্ মানুষদের পুড়িয়ে হত্যা করা হচ্ছে।

অথচ রাজনৈতিক দলগুলো সব ভেদাভেদ ভুলে সবাই মিলে আমাদের ছোট দেশটাকে গড়ার কাজ করলে কত ভালো হতো। আজ দেশের ডাকাত ও খুনিদেরকে পুলিশ ও রাজনীতিবিদরা সহায়তা দেয়ায় তারা নির্বিচারে সাধারণ মানুষের জান ও মাল হরণ করছে। অথচ নিজেদের পার্থিব লাভের কথা চিন্তা না করে আখেরাতের কথা চিন্তা করে এসব অপকর্মকারীদের বিচার করলে যেমন নিরীহ মানুষরা শান্তি পেত তেমনি পুলিশ ও রাজনীতিবিদরা পরকালে জান্নাতের আশা করতে পারতেন। আমাদের লক্ষ্য হবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি ঘটিয়ে আমাদের দেশকে গড়ে তোলা এবং এ বিশ্বে আমাদের দেশকে মর্যাদা সম্পন্ন দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু সবকিছুই হবে ধর্ম ও ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে। আজ যদি দেশের প্রতিটি মানুষ ধর্মে বিশ্বাসী হয় ও ন্যায়-নীতির মাধ্যমে জীবন পরিচালিত করে তাহলে দেশে অরাজকতা কমে আসবে, পারস্পরিক সহনশীলতার সৃষ্টি হবে এবং অতি অল্পসময়ে আমাদের দেশটিকে উন্নতির চরম শিখরে উঠানো সম্ভব হবে। ধর্মকে অস্বীকার করে অধর্মকে আঁকড়ে ধরা আমাদের তথাকথিত বুদ্ধিজীবিদের একধরনের ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রকৃত জ্ঞানের অভাবই এর মূল কারণ। আধুনিক প্রযুক্তি ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে আমরা এক ধরনের সামঞ্জস্য খুঁজে পাই। আজ কম্পিউটার প্রযুক্তির কথা চিন্তা করলে আমরা দেখতে পাই, মাইক্রোসফট -এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলো নিত্য নতুন অপারেটিং সিস্টেম ও অন্যান্য সফটওয়্যার তৈরি করছে। ডস অপারেটিং সিস্টেম থেকে উইনডো ৩.১ থেকে উইনডো ৯৫, উইনডো ৯৮, উইনডো ২০০০, উইনডো এক্সপি এবং বর্তমানে উইনডো ২০০৩ হলো মাইক্রোসফটের ফসল। নতুন ভার্সনের

www.amarboi.org

সফটওয়্যারে পূর্বের সুবিধার চেয়েও কিছু বাড়তি সুবিধা রয়েছে। যার ফলে মানুষ পুরোনো সফটওয়্যার ফেলে দিয়ে নতুন অপারেটিং সিস্টেম বসাচ্ছে তাদের কম্পিউটারে বাড়তি সুবিধা লাভের জন্য। আমাদের ধর্মের ক্ষেত্রেও এ ধারণা প্রযোজ্য। ইসলাম এসেছে সব ধর্মের শেষে মার্জিত ও পরিশোধিত হয়ে। এ ধর্মে আগের ধর্মগুলোর ভালো জিনিসগুলো আছে সে সাথে বাড়তি কিছু সুবিধাদি রয়েছে। কম্পিউটার সফটওয়্যারে যেমন পূর্ব ভার্সেনের বাগ (প্রোগ্রামিং এর ত্রুটি) সারিয়ে নতুন ভার্সেনের সফটওয়্যারকে বাগবিহীন করা হয় তেমনি ইসলামের পূর্বের ধর্মগুলোতে যেসব ভুল জিনিস ঢুকে পড়েছিলো সেগুলো সংশোধন করে নতুন ভার্সেনের ইসলাম ধর্ম প্রবর্তন করা হয়েছে। তাই কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামই হবে সমগ্র মানব জাতির একমাত্র ধর্ম। আমরা কি চাইব নতুন অপারেটিং সিস্টেম না কিনে ত্রুটিপূর্ণ পূরোনো অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করতে ? ঠিক তেমনি আমরা কি চাইব ইসলাম ত্যাগ করে সেই ধর্মগুলো অনুসরণ করতে যাতে কম্পিউটারের বাগস-এর মতো অনেক ত্রুটি রয়ে গেছে ?

পৃথিবীর শেষ সময়ের লক্ষণসমূহ আজ পরিলক্ষিত হচ্ছে আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। এ লক্ষণগুলো আমাদের জন্য সতর্কবাণী। পৃথিবীর শেষ সময়ের মতো আমাদের জীবনেও একদিন শেষ ঘন্টা বাজবে। আমাদের প্রস্তুত হতে হবে সে মৃত্যুর জন্য। আল্লাহ, রাসূল ও কিয়ামত দিবসের প্রতি আমাদের বিশ্বাস দৃঢ় করতে হবে এবং খারাপ কাজ ত্যাগ করে আঁকড়ে ধরতে হবে ভালো কাজগুলোকে। পবিত্র হাদীসে রাসূল স. বলেছেন, যখন অবিশ্বাসীদের মৃত্যু হবে, ভয়ংকর কৃষ্ণবর্ণের আগুনের লেলিহান শিখার মতো চুল বিশিষ্ট ফেরেশতারা নেমে আসবেন। তারপর মৃত্যুর ফেরেশতা মাথার কাছে এসে বসবেন এবং বলবেন, হে দুষ্ট আত্মা, বের হয়ে আস আল্লাহর শাস্তি ভোগের জন্য–(আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে খুজাইমা, আল হাকিম)। কিন্তু আমরা যদি বিশ্বাস দৃঢ় করি এবং জীবনের শেষ সময়ের জন্য প্রস্তুত হই তাহলে আমরা মৃত্যুর সময় তার ফল ভোগ করব। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন, "যারা বলে, "আমাদের একমাত্র প্রভু আল্লাহ এবং তারা এ বিশ্বাসে দৃঢ় থাকে তাহলে তাদের মৃত্যুর সময় ফেরেশতারা নেমে আসবেন এবং বলবেন, "ভয় পেও না এবং দুঃখ করো না। বরং জান্নাতের স্বাদ আস্বাদন কর যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেয়া হয়েছে।"–সূরা হা-মীম আস্ সাজদাহ, ৩০-৩২।

সুতরাং পৃথিবীর শেষ সময়ের লক্ষণসমূহকে আমাদের জন্য সতর্কবাণী ভেবে আসুন আমরা নিজেদের প্রস্তুত করি আমাদের জীবনের শেষ সময়ের জন্য।

সমাপ্ত

www.amarboi.org

আমাদের প্রকাশিত কিছু বই

※ ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম
– মুহাম্মদ কুতুব

※ ইসলাম পরিচয়
– ডঃ মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ

※ আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়
– মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

※ কুরআনের আলোকে মু'মিনের জীবন
– মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

※ আল কুরআনের শৈল্পিক সৌন্দর্য
– সাইয়েদ কুতুব

※ নামযের শিক্ষা ও তাৎপর্য
– অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আবদুল মজিদ

※ মাতাপিতা ও সন্তানের অধিকার
– আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী

※ ইসলামে মসজিদের ভূমিকা
– এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম

※ কুরআন হাদীসের আলোকে ইসলামী আকিদা
– মুহাম্মদ বিন জামিল যাইনু

※ খৃষ্টান ধর্মতত্ত্ব ও ইসলাম
– আহমদ দীদাত

※ ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ
– মাওঃ সদরুদ্দীন ইসলাহী

※ মৃত্যু যবনিকার ওপারে
– আব্বাস আলী খান

※ জাতির মৌলিক সঙ্কট
– ড. আবদুল লতিফ মাসুম

※ ইহুদী চক্রান্ত
– আবদুল খালেক

※ কুরআন ও হাদীসের আলোকে মানব সৃষ্টির ক্রমবিকাশ
– ড. মুহাম্মদ আলী আল বার

※ কুরআন-হাদীসের আলোকে সৃষ্টি ও আবিষ্কার
– প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল হক

※ মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম
– মোঃ সিরাজুল ইসলাম